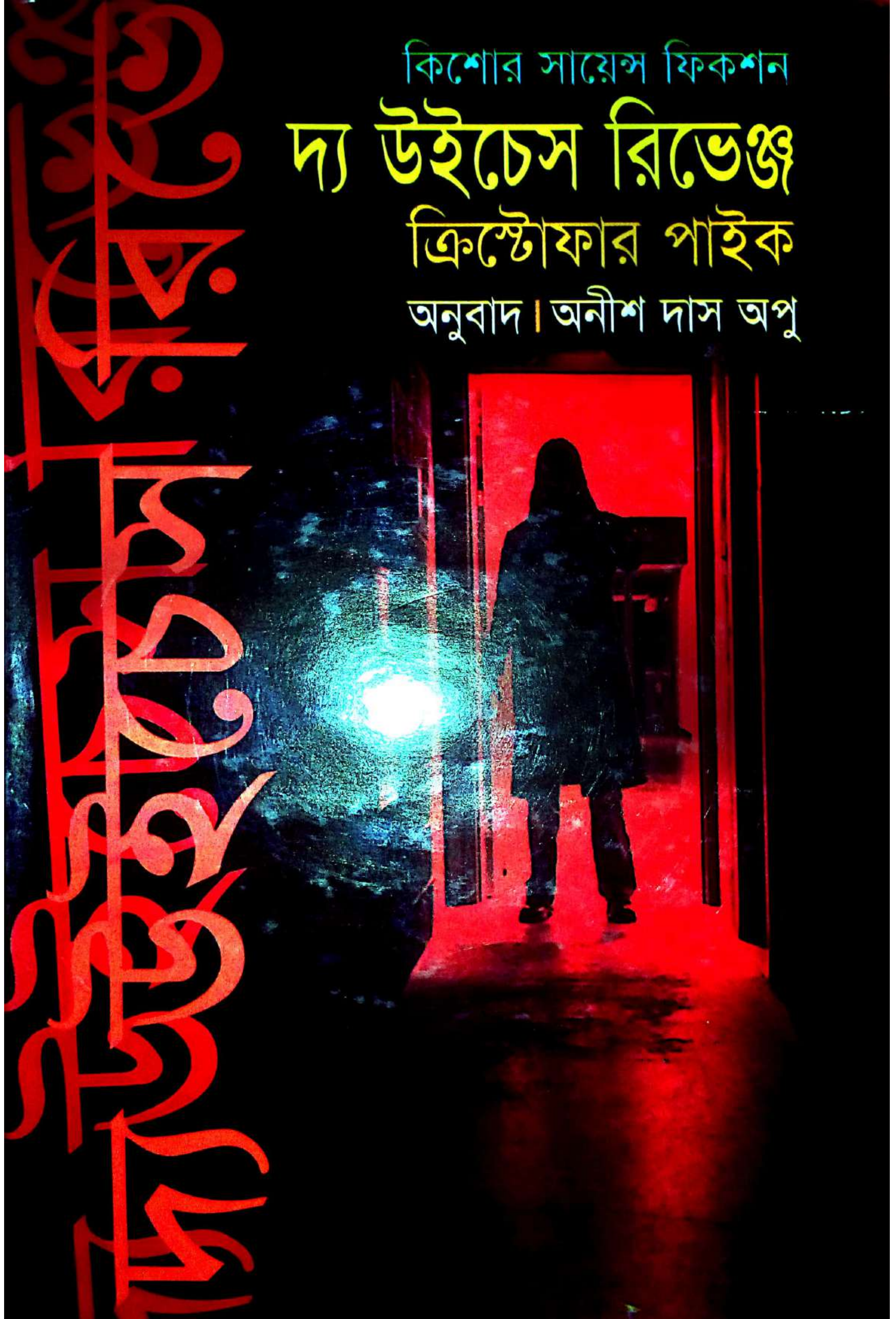


কিশোর সায়েন্স ফিকশন
দ্য উইচেস রিভেঞ্জ
ক্রিস্টোফার পাইক
অনুবাদ। অনীশ দাস অপু

# দ্য উইচেস রিভেঞ্জ

# দ্য উইচেস রিভেঞ্জ

মূল : ক্রিস্টোফার পাইক

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১৪, ফেব্রুয়ারি ২০০৮
প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০
বিক্রয়কেন্দ্র
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২ ৪৪০৩, ০১৭১১৬৬৪৯৭০, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০
বর্ণবিন্যাস
রাবেয়া কম্পিউটার এন্ড গ্রাফিক্স

বানান সমন্বয় : সেলিম আলফাজ
প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
মুদ্রণে
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১-ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
মূল্য : ১০০.০০ টাকা

---

**THE WITCHES REVENGE** Translated by Anish Das Apu
Published by Afzal Hossain, Anindya Prokash
30/1-Ka, Hemendra Das Road Dhaka-1100
Phone : 9573769, 01711 664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com

Sale Center : 38/4 Banglabazar, Mannan Market (2nd Floor)
Dhaka-1100, Phone : 712 4403, 01971664970

First Published : February 2008

Price : 100.00
US $ 5

ISBN-984 70082 0050 3

# এক

পুরানো সেই বিষয় নিয়ে ফের তর্ক। স্পুকসভিল শহরের সবচেয়ে ক্ষমতাবান এবং সুন্দরী অধিবাসী মিস অ্যান টেম্পলটন ভালো ডাইনি নাকি খারাপ? সে সত্যিকারের ডাইনি কিনা তা নিয়ে অবশ্য কোনও প্রশ্ন নেই। কারণ অ্যাডাম ও তার বন্ধুরা অ্যান টেম্পলটনের জাদুকরী ক্ষমতার বহু প্রমাণ পেয়েছে। তবে অ্যাডাম এবং ওয়াচ তাকে ভালো মানুষ ভাবলেও স্যালি এবং সিন্ডির মত সম্পূর্ণ উল্টো। তাদের চোখে মিস অ্যান টেম্পলটন অত্যন্ত বিপজ্জনক এক নারী।

তর্কের শুরু স্পুকসভিলের সবচেয়ে বিখ্যাত আইসক্রিম পার্লার ফ্রোজেন কাউতে বসে। এখানে শুধু ভ্যানিলা আইসক্রিমই পাওয়া যায়। কাজেই ওরা ভ্যানিলা শেক খেতে খেতে হঠাৎ করেই ডাইনির প্রাসাদের প্রসঙ্গ তুলল। পরে অবশ্য এজন্য ওরা পরস্পরকে খুব দোষারোপ করেছে। কারণ ওই সময় ওরা প্রাসাদ থেকে বেরুবার কোনও রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিল না।

আজ বুধবার। সকাল দশটা। বড্ড গরম পড়েছে। মিল্কশেক খাওয়ার উপযুক্ত দিন। স্কুলে গরমের ছুটি চলছে। খুলতে ঢের বাকি। ছুটির সময়টাতে সাধারণত ওরা যা করে, আলোচনা করছিল কীভাবে দিনটা কাটানো যায়।

'সাগরে যাওয়া যাবে না হাঙরের ভয়ে,' একটা তালিকা পেশ করল স্যালি। 'বাতিঘরে যাওয়ার উপায় নেই ওটা আমরা পুড়িয়ে দিয়েছি। রিজারভয়েরের দশাও তথৈবচ। হন্টেড কেভ-এর ধারেকাছে ঘেঁষা সম্ভব নয় ওটা ভূতুড়ে বলে।' বিরতি দিল সে। 'একটা কাজ করা যেতে পারে– একুইলের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফ্লাইংসসারে আরেকবার ঘুরে আসা যায়।'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল ওয়াচ। 'ওর কাছ থেকে কম্যুনিকেশন ডিভাইস চেয়ে রাখতে ভুলে গেছি আমরা। একুইলের সঙ্গে যোগাযোগের কোনও রাস্তা নেই।

'কিন্তু ও তো কথা দিয়েছে আমাদের সঙ্গে একদিন যোগাযোগ করবে।' বলল অ্যাডাম।

'হ্যাঁ, বলল স্যালি, 'তবে সে ভিনগ্রহবাসী। তাদের সময়ের হিসেব আলাদা। ওর সেই একদিন হয়তো আসবে আরও দশ হাজার বছর পরে।'

'তুমি তো একুইলকে দেখতে পার না, বলল সিন্ডি। 'ওকে তুমি মোটা মাথা বলে খেপাতে।'

'কথাটা বলতাম কারণ ওর সত্যি একটা মোটা মাথা ছিল,' বলল স্যালি। 'এর মানে এ নয় যে আমি ওকে পছন্দ করতাম না। তোমাকেও তো আমি কত নাম ধরে ডাকি। কিন্তু তোমাকে তো আমি পছন্দই করি। অন্তত বেশিরভাগ সময়।'

খুশি হতে পারল না সিন্ডি। যদিও শুকনো মুখে বলল, 'শুনে খুশি হলাম।'

'আজ বিশেষ কিছু করার দারকারটাই বা কী?' বলল অ্যাডাম। 'স্রেফ ঘুরে বেড়ালেই তো পারি। দাবা-টাবা খেলে দিব্যি কাটিয়ে দেয়া যাবে সময়।'

স্যালি এমনভাবে অ্যাডামের দিকে তাকাল যেন ওর মাথাটাও খারাপ হয়ে গেছে। 'তুমি ঠিক আছ তো, অ্যাডাম?'

'আমি ভালোই আছি।' জবাব দিল অ্যাডাম। 'একটা দিন স্রেফ হাত পা খেলিয়ে থাকতে চাইবার মানে এ নয় যে আমার নাটবল্টু ঢিলে হয়ে গেছে।'

'কিন্তু এ হলো স্পুকসভিল,' বলল স্যালি। 'এখানে হাত পা খেলিয়ে চলা যায় না। এ শহরে অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলেছ কী মরেছ। এখানে সবসময় সাবধানে চোখ কান খোলা রেখে চলতে হয়।'

'দাবা খেলার মধ্যে তো কোনও বিপদ দেখতে পাচ্ছি না আমি, বলল অ্যাডাম। 'হোক না তা স্পুকসভিল।'

'হ্যাঁ, 'মুখ বাঁকাল স্যালি, ফিরল ওয়াচের দিকে। ওকে বলে দাও স্যান্ডি স্টোনের কী হয়েছিল।

ভুরু কোঁচকাল ওয়াচ। 'দাবা খেলার কারণে ওর কিছু হয়েছিল বলে মনে পড়ছে না।'

'অবশ্যই হয়েছিল, বলল স্যালি।' সে ডাইনির দাবার বোর্ড নিয়ে খেলতে বসেছিল। তখন ঘটনাটা ঘটে।'

'কী ঘটে?' জানতে চাইল সিন্ডি।

কাঁধ ঝাঁকাল স্যালি। 'পাথর হয়ে যায় মেয়েটা। নইলে ওর নাম স্যান্ডি স্টোন হলো কী করে?'

'ঘটনা কি সত্যি?' অ্যাডাম জিজ্ঞেস করল ওয়াচকে। অস্বস্তির ছাপ পড়ল ওয়াচের মুখে। 'আমরা ডাইনির প্রাসাদের কাছে স্যান্ডির একটি পাথরের মূর্তি দেখতে পাই। মূর্তিটি সামনে রহস্যময় চেহারার একটি দাবার বোর্ড নিয়ে বসেছিল।'

'বুঝলাম না,' বলল সিন্ডি।

'স্যান্ডির প্রিয় খেলা ছিল দাবা' ব্যাখ্যা করল স্যালি। 'দারুণ খেলত মেয়েটা। শহরের কেউ ওর সঙ্গে খেলায় পারত না। মুশকিল হলো, এ নিয়ে খুব অহংকার করত স্যান্ডি। ডাইনি মিস অ্যান টেম্পলটনের কানে যায় একথা। স্বভাবত:ই ব্যাপারটা পছন্দ করেনি সে। ডাইনি নিজেও দাবা খেলত। সে চ্যালেঞ্জ করে বসে স্যান্ডিকে। স্যান্ডি গ্রহণ করে চ্যালেঞ্জ।' বিরতি দিয়ে মাথা নাড়ল স্যালি। 'এরপরে আর কেউ স্যান্ডিকে দেখেনি।

'তুমি কী বলতে চাইছ দাবায় হেরে যাবার কারণে ডাইনি তাকে পাথরের মূর্তি বানিয়ে দেয়?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

এমনও হতে পারে স্যান্ডি ডাইনিকে খেলায় হারিয়ে দিয়েছিল,' বলল স্যালি। 'সবাই জানে ডাইনি দাবা খেলায় সব সময় হারে।'

'পাথরের মূর্তিটি এখনও আছে ওখানে?' জানতে চাইল সিন্ডি।

'না,' জবাব দিল ওয়াচ। নরম বালু দিয়ে বানানো হয়েছিল মূর্তিটি। ঝড়-বৃষ্টিতে ওটা উড়ে গেছে কিংবা গলে গেছে। সিন্ডি তাকাল

অ্যাডামের দিকে। 'তুমি এ গল্প বিশ্বাস করো?' কাঁধ ঝাঁকাল অ্যাডাম। 'মিস অ্যান টেম্পলটনকে আমার কখনোই অমন খারাপ মনে হয়নি।'

নাক সিঁটকাল স্যালি। 'কারণ সে দেখতে সুন্দরী এবং তোমাকে দেখলেই একটা মধুর হাসি উপহার দেয়। অ্যাডাম, তুমি কয়েক ডজন খুন আর গণহত্যাকেও ক্ষমা করে দিতে চাইছ।'

'আমার মনে হয় না ভদ্রমহিলা কাউকে খুন করতে পারে,' বলল অ্যাডাম।

হাশির দমকে পেছন দিকে হেলে গেল স্যালির মাথা। 'তুমি পারোও বটে। ভূতুড়ে গুহায় ঢোকার সময় মহিলার বডিগার্ডরা কি করতে চেয়েছিল মনে আছে! ভুলে গেছ ওরা আমাদেরকে বর্শার মুখে গেঁথে ডিনার করতে চেয়েছে? তোমার কী ধারণা ওরা স্রেফ খেলা করছিল? তোমার কী মনে হয় না মহিলা তার দেহরক্ষীদের মানুষ শিকারের অভ্যাস প্রশ্রয় দেয় না?'

'কিন্তু এই অ্যান টেম্পলটনই কিন্তু বাম এবং আমাকে ক্লু দিয়েছিল গুহার ফাঁদ থেকে তোমাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার জন্য।' বলল ওয়াচ।

'হুঁ' সায় দিল অ্যাডাম। সে ওয়াচকে জাদুর মন্ত্রও শিখিয়ে দিয়েছে যাতে থাইরিটদেরকে ভূতুড়ে গুহায় খুঁজে পাওয়া যায়। এর ব্যাখ্যা কী?'

অধৈর্য গলায় স্যালি বলল, 'সে ওয়াচকে গুহায় যাবার রাস্তা বাতলে দিয়েছিল কারণ ভেবেছিল ওখান থেকে ওয়াচ জীবনেও বেরিয়ে আসতে পারবে না। সে জাদুমন্ত্র বলেছে কারণ আশা করেছিল আবার সবাই আলাদা এক ভুবনে আটকা পড়ে থাকব।'

'কিন্তু শীতল মানবরা যেবারে হামলা চালাল,' বলল অ্যাডাম, 'সেই কিন্তু ওদেরকে তাড়িয়ে দিতে লড়াই করেছে।'

'সে আসলে নিজের চামড়া বাঁচানোর চেষ্টা করছিল মাত্র,' বলল স্যালি। 'এর বেশি কিছু নয়।'

'স্যালির সঙ্গে আমি এ বিষয়ে একমত,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল সিন্ডি। 'আমি মহিলার বেসমেন্টে রাখা দানবগুলোকে দেখেছি। প্রাসাদে এমন ভূত পেত্নী যে পোষে তার ডাইনি হওয়াই স্বাভাবিক।'

'কথাটা ঠিক না,' বলল অ্যাডাম। 'দানবগুলোর জন্য হয়তো তার মায়া লাগছিল। ওদের সম্ভবত: থাকার কোনও জায়গা ছিল না। তাই মিস টেম্পলটন ওদেরকে আশ্রয় দিয়েছে।'

স্যালি কটমট করে তাকাল অ্যাডামের দিকে। 'তার প্রাসাদে ভূতুড়ে অনেক জিনিস থাকতে পারে বটে কিন্তু ওটা নিশ্চয় দানবদের আশ্রয়স্থল হতে পারে না।'

'কাউকে সে আঘাত করেছে, এমন কিছু অন্তত: আমার চোখে পড়েনি,' বলল ওয়াচ।

'ইয়াহ, কিন্তু তুমি আধ-কানা, বলল স্যালি। 'সূর্য উঠলে তো দেখতে পাও না।'

'আমি সূর্য দেখতে পাই,' মৃদু গলায় বলল ওয়াচ। স্যালির কথায় ব্যথা পেয়েছে। 'চোখে চশমা থাকলে চাঁদ উঠলেও আমি দেখতে পাই।'

'মানুষের মৃত্যু এবং অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ঘটনাগুলোর সঙ্গে ভদ্রমহিলার কোনও সম্পর্ক নাও থাকতে পারে,' মন্তব্য করল অ্যাডাম। 'তাদের মৃত্যুর কারণ হয়তো ভিনগ্রহবাসী কিংবা ভূত-প্রেত।'

'কিন্তু ও যদি ডাইনি না-ই হয়,' সিন্ডি বলল অ্যাডামকে, 'তাহলে সবাই ওকে এত ডরায় কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল অ্যাডাম। 'লোকে তো সবসময়ই হুজুগে নাচে। তুমি তো জানো, ভদ্রমহিলা একবার তার প্রাসাদে আমাকে দাওয়াত দিয়েছিল।'

'তার দাওয়াত কবুল করার মত বোকামো তুমি নিশ্চয় করোনি,' বলল স্যালি। 'তুমি ঠিকই জানো সে হাসতে হাসতে তোমার কলজে খেয়ে ফেলতে পারবে।'

'কথাটা ঠিক বলোনি,' বলল অ্যাডাম। 'আমি ওই সময় ব্যস্ততার কারণে তার প্রাসাদে যেতে পারিনি।'

'তুমি তো এখন ব্যস্ত নও,' ঠাট্টা করল স্যালি।

'ওর প্রাসাদে যেতে আমার কোনও আপত্তি নেই,' আপনমনে বলল ওয়াচ। 'শুনেছি মানুষের রোগ বালাই সে ভালো করে দিতে পারে। আমার চোখও হয়তো ঠিক করে দিতে পারবে।'

সবাইকে অবাক করে দিয়ে ওয়াচের হাতে হাত রাখল স্যালি। 'তোমার চোখ অতটা খারাপ না। চোখ সারাতে ডাইনির কাছে যেতে হবে না। তোমার দৃষ্টি শক্তি নিয়ে ঠাট্টা করা উচিত হয়নি আমার। আমি দুঃখিত, ওয়াচ।'

সিন্ডি তাকাল অ্যাডামের দিকে। 'ও ক্ষমা চাইছে। বিশ্বাসই হচ্ছে না আমার।'

'ওকে এর আগেও একবার ক্ষমা চাইতে দেখেছি আমি,' বলল অ্যাডাম।

সবাইকে উদ্দেশ্য করে সিরিয়াস গলায় স্যালি বলল, 'আমরা কেউ প্রাসাদে যাচ্ছি না। ডাইনির পরিখায় গিজগিজ করে অ্যালিগেটর এবং কুমির। ভেতরে ঢোকার আগেই ওরা তোমাদেরকে খেয়ে ফেলবে। বিশ্বাস করো, ওই জায়গাটা একটি মৃত্যু-ফাঁদ।'

'কিন্তু ওখানে একটি ঝুলন্ত সেতু আছে,' বলল ওয়াচ। 'ও যদি আমাদেরকে ভেতরে ঢুকতে দিতে চায়, নামিয়ে দেবে সেতু।'

অ্যাডাম ওয়াচকে লক্ষ্য করছে। 'তুমি ওই প্রাসাদে সত্যি যেতে চাইছ, তাই না! চোখ নিয়ে কী খুব ঝামেলায় আছ?'

মুখ ঘুরিয়ে জানালার বাইরে তাকাল ওয়াচ।

'আমি কোনও অনুযোগ করতে চাই না।'

'অনুযোগ কীসের,' বলল অ্যাডাম। 'তুমি বন্ধুদের সঙ্গে আছ। তোমার চোখের কী অবস্থা বলো।'

'জানি না,' বলল ওয়াচ। চশমা খুলে জামা দিয়ে মুছে নিল কাঁচ। আবার চোখে পরল। ভুরু কুঁচকে তাকাল দূরে। 'আমার দৃষ্টিশক্তি দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

উদ্বেগবোধ করল সিন্ডি। 'চশমা বদলাও। আরও পাওয়ারের চশমা নাও।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কথা বলল ওয়াচ। বিষয়টি তাকে বিব্রত করে তুলেছে বোঝা যায়। 'ডাক্তার মানা করেছেন। আমার কাছে সবকিছু কেমন ঝাপসা মনে হয়। মনে হয় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।'

'রাতের বেলা?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'রাতে তো আমি প্রায় দেখতেই পাই না,' জবাব দিল ওয়াচ। 'পথ চলতে গিয়ে ধাক্কা খাই লোকের সঙ্গে।'

চিন্তার ছাপ পড়ল স্যালির মুখে। 'তুমি একথা তো কখনও বলোনি আমাদেরকে।'

ডানেবামে মাথা নাড়ল ওয়াচ। 'বললেই বা কী হতো। এ ব্যাপারে তোমাদের কিছু করার নেই।'

'কিন্তু একুইলকে অন্তত: তোমার বলা উচিত ছিল,' বলল সিন্ডি। সে তার হিলিং মেশিন দিয়ে আমার গোড়ালি কীভাবে ঠিক করে দিয়েছিল মনে আছে?'

'তখন আমার চোখ এত খারাপ ছিল না,' বলল ওয়াচ। 'তাছাড়া এ বিষয়টি নিয়ে তাকে আমি বিরক্তও করতে চাইনি।'

'ওয়াচ,' হতাশ গলায় বলল অ্যাডাম। 'ও আমাদের বন্ধু। তোমাকে সাহায্য করতে পারলে সে খুশিই হতো।'

মাথা নামাল ওয়াচ। কিন্তু ওতো এখন নেই। জানি না আর কখনও ফিরবে কিনা।'

'অ্যান টেম্পলটন  হয়তো তোমাকে সাহায্য করতে পারবে,' বলল অ্যাডাম। 'ওর কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ চাওয়া যেতে পারে। আমরা কাজটা এখনই করছি না কেন?'

'কী?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

'প্রাসাদে যাচ্ছি না কেন?' সরল গলায় বলল অ্যাডাম। পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়া চাওয়ি করল স্যালি এবং সিন্ডি। 'এ ছেলেগুলোর আসলে মাথা খারাপ হয়ে গেছে।' মন্তব্য করল স্যালি।

'উল্টোপাল্টা জায়গায় সাহায্য চাইবার কথা ভাবছে,' মন্তব্য করল সিন্ডি।

'ভয় পেলে তোমাদেরকে যেতে হবে না,' বলল অ্যাডাম।

'আমি ভয় পাইনি, বলল স্যালি। 'আমি একজন যুক্তিবাদী এবং বাস্তববাদী মানুষ। এমনকী দিন-দুপুরেও ডাইনিদের আহ্বান করা নির্বোধের মতো কাজ। সে ওয়াচের চোখ ঠিক করে দিতে পারবে না।

বরং লাল নেল পলিশ করা লম্বা নখ দিয়ে চোখ উপড়ে নিয়ে তা দিয়ে স্যুপ বানাবে।'

'খারাপ কাজ না করলে লোকে তার সম্পর্কে এমন কুৎসা গাইত না;' যোগ করল সিন্ডি।

'আমি আমার মন যা বলে তা-ই বিশ্বাস করি,' বলল অ্যাডাম।

'আমার ধারণা সে ভালো ডাইনি। তুমি কী বলো ওয়াচ?'

হাসিমুখে ওয়াচ বলল, 'আমি তার সঙ্গে দেখা করব। আমার ধারণা সে আমাদেরকে সাদর অভ্যর্থনাই জানাবে যেহেতু তোমাকে দাওয়াত দিয়েছে।

'তোমাদের কপালে খারাপী আছে,' মুখ অন্ধকার করে বলল স্যালি।

## দুই

অ্যান টেম্পলটনের বাসা খুব বেশি দূরে নয়। এর আগে ওরা একবার প্রাসাদের কাছাকাছি শীতল মানবদের সঙ্গে লড়াই করেছে। পাহাড়ের ওপর প্রাসাদ। অদূরে গোরস্তান। সামনের বারান্দা দিয়ে দেখা যায় সাগর। অ্যাডাম কল্পনায় দেখল অ্যান টেম্পলটন প্রাসাদের সর্বোচ্চ টাওয়ারে বসে উপভোগ করছে উপকূলের সৌন্দর্য।

বাইরে থেকে প্রাসাদটিকে মাঝারি আকৃতির মনে হয়, তবে অভিজ্ঞতা থেকে অ্যাডাম জানে এ ধরনের প্রাসাদের বেসমেন্ট হয় অনেক গভীর। বড় বড় ধূসর ব্লকগুলো পাথরের, বিরাট পরিখা দিয়ে ঘেরা। প্রথম দর্শনে মনে হয় চমৎকার একটি পুকুর। কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালে বোঝা যায় পানির নিচে গা শিরশিরে কালো রঙের বিরাট দেহের কিছু কিলবিল করছে।

বাইরের দেয়ালে ডোর নব কিংবা ডোরবেল কিছুই নেই। ওদের আগমন কিভাবে জানান দেবে বুঝতে পারছে না অ্যাডাম। তবে স্যালি ব্যাপারটিকে পাত্তাই দিল না।

'সে জানে আমরা এসেছি,' বলল ও। 'সবার উপস্থিতিই সে টের পেয়ে যায়।'

সিন্ডি পরিখার দিকে তাকাল, 'ওখানে কেউ কখনও পড়েটরে গেছে?'

'শুনেছি টাওয়ার থেকে বাচ্চাদের ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছে,' বলল স্যালি। 'ওদের চিৎকার নাকি কয়েক মাইল দূর থেকেও শোনা যাচ্ছিল।'

সিন্ডি ঘুরল অ্যাডামের দিকে। 'আমার এখানে ভাল্লাগছে না।' বিরক্ত বোধ করল অ্যাডাম। 'তোমাকে আর স্যালিকে আসতে মানা করেছিলাম।'

'তা করেছ। তবে তুমি ভেবেছিলে আমরা ভয়পুক,' বলল স্যালি। 'তাই এক সাথে তুমি আমাদেরকে এখানে আসতে বাধ্য করেছ।'

হঠাৎ লাফিয়ে উঠল সিন্ডি। 'কী ওটা?'

ড্র ব্রিজ বা ঝুলন্ত সেতু নেমে আসছে। দলটা পিছিয়ে গেল। কাঠের তক্তা নামার সময় ক্যাচকোচ শব্দ করছে, ধাতব গিয়ারগুলো এমনভাবে আর্তনাদ ছাড়ল যেন বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে গেছে।

ওদের কয়েক হাত সামনে, ধুলো উড়িয়ে মাটিতে নেমে এল ঝুলন্ত সেতু। মোটা এবং চওড়া তক্তা দিয়ে তৈরি সেতু। ওদের ওজন বইবার মত চওড়া। যথেষ্ট শক্তিশালী। সেতু নেমে আসার পরে ওরা লক্ষ্য করল কুমির আর অ্যালিগেটরগুলো পানির ওপর ভেসে উঠল। ক্ষুধার্ত চোখ মেলে দেখছে ওদেরকে।

'আমরা সেতুতে পা রাখা মাত্র সে ওটা তুলে নিতে পারে,' সাবধান করে দিল স্যালি।

'এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা পানিতে ঝপাং,' মন্তব্য করল সিন্ডি। 'আমার ধারণা সে আমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছে,' সেতুর কিনারে চলে এল অ্যাডাম। 'এখন না যাওয়াটা খারাপ দেখায়।'

'মরতে ইচ্ছে করলে যাও,' বলল স্যালি।

ওয়াচ পা বাড়াল সেতুর দিকে। 'তোমরা যাও বা না যাও কিন্তু আমি যাচ্ছি।'

ওকে বাধা দিল অ্যাডাম। 'একটা কথা। ভদ্রমহিলা যে তোমার চোখ ঠিক করে দিতেই পারবে এমন আশা না করাই ভালো। আমি তোমাকে আশাহত করতে চাই না।'

ফ্যাকাসে হাসল ওয়াচ। 'আমি জানি, অ্যাডাম। তবে আমাকে নিয়ে ভেবো না। আমি ঠিকই থাকব।'

স্যালি তাকাল সিন্ডির দিকে। 'ওদেরকে থামাও।'

'আমি কী করে থামাব?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

'জানি না,' জবাব দিল স্যালি। 'তুমি বললে অ্যাডাম তোমার কথা শুনবে।'

'অ্যাডাম, ভেতরে যেয়ো না, প্লীজ।' অনুনয় করল সিডি।

'কিন্তু আমাকে যেতেই হবে,' বলল অ্যাডাম। ওয়াচের বাহুতে হাত রাখল। 'চলো, আমরা একাই যাব। মেয়েদের ঝুঁকি নেয়ার কোনও দরকার নেই।'

সিডি ঘুরল স্যালির দিকে। 'খামোকাই বললাম।'

স্যালি হেঁটে অ্যাডামের পাশে চলে এল। 'মেয়েদের ঝুঁকি নেয়ার কোনও দরকার নেই? আবার একটি আপত্তিকর মন্তব্য করলে তুমি। তোমরা যে ঝুঁকি নিতে পার, স্যালি এবং আমিও তা পারি।'

'তোমার নারীবাদী দর্শনের মধ্যে আমাকে টেনো না,' মন্তব্য করল সিডি। তবে সেও এগিয়ে গেল দলের সঙ্গে যোগ দিতে।

সদর দরজাটি প্রকাণ্ড। চারজন একে অপরের কাঁধে উঠেও ওটার মাথা নাগালে পাবে না। ডোরবেল নেই তবে খুলি আকৃতির সোনালি, বিশাল একটি কড়া আছে। কড়ার চেহারা পছন্দ হলো না স্যালির।

'তোমরা কখনও ভালো ডাইনির দরজায় খুলির কড়া দেখেছ?' বলল সে।

'জিনিসটা মন্দ নয়,' বলে কড়া নাড়ল অ্যাডাম। তারপর পিছিয়ে গেল এক কদম। কে দরজা খুলে দেবে জানে না। অ্যান টেম্পলটন নিজে এসেও খুলতে পারে। দরজাটা আপনাআপনি খুলে গেল ওদেরকে অবাক করে দিয়ে। ভেতরে অন্ধকার। দূরে চুল্লি জ্বলছে।

'হ্যালো,' ডাকল অ্যাডাম।

দূরে মিলিয়ে গেল ওর কণ্ঠ।

'প্রাসাদে কেউ নেই নাকি? জোরে বলল সিডি।

'কেউ না থাকলে দরজা খুলল কে?' বলল ওয়াচ।

'ওটা জাদুর দরজা হতে পারে,' মন্তব্য করল স্যালি।

'জায়গাটা খালি মনে হচ্ছে না আমার,' বলল অ্যাডাম।

'কেউ না কেউ পাহারায় থাকবেই।' খোলা দরজায় ইঙ্গিত করল ও। 'আমাদেরকে ভেতরে যেতে দেয়ার জন্যই আসলে খুলে দেয়া হয়েছে দরজা।'

'তাহলে মহিলা নিজে এল না কেন?' বলল স্যালি। 'পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে সাজানো নাটক মনে হচ্ছে। ভেতরে ঢোকামাত্র বন্ধ করে দেয়া হবে দরজা। তারপর দানবগুলো ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের ওপর। আমরা লাশ হয়ে যাব।'

খোলা দরজা দিয়ে উঁকি দিল অ্যাডাম। চুল্লির ওপাশে লম্বা একটি হলওয়েতে কতকগুলো মশাল জ্বলছে। কিন্তু ঘরের মূল দেয়াল দেখা যাচ্ছে না। হয়তো আড়াল করে রেখেছে ছায়া।

'আমি কোনও দানব দেখতে পাচ্ছি না,' বিড়বিড় করল অ্যাডাম।

'তুমি টুক্সিডো পরা কোন বাটলারও নিশ্চয় দেখছ না,' বলল স্যালি। 'আমার এখানকার পরিবেশ ভাল লাগছে না। তার চেয়ে ফিরে যাই চলো, ফ্রোজেন কাউতে গিয়ে ভ্যানিলা শেক খাবো।'

সামনে কদম বাড়াল ওয়াচ। 'আমি এর আগেও অন্ধকার ঘরে ঢুকেছি। এখানেও ঢুকব।'

অ্যাডাম ওর পিছু নিল। 'মিস অ্যান যদি আমাদের ক্ষতি করতে চাইত আরও আগেই তা করতে পারত।' অগত্যা স্যালি এবং সিন্ডিকেও যেতে হলো ওদের সঙ্গে। ফ্লাশ লাইট সঙ্গে আনেনি বলে সিন্ডি হতাশ প্রকাশ করল। ওরা মাত্র ভেতরে পা রেখেছে সঙ্গে সঙ্গে ওদের পেছনে দড়াম শব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

আওয়াজ শুনে লাফিয়ে উঠল ওরা।

# তিন

এন্ট্রান্স রুমটি প্রকাণ্ড, ধূসর রঙা পাথরে তৈরি। চুল্লি এবং মশালের আলো অন্ধকার দূর করতে পেরেছে সামান্যই। তবু সে আলোয় চোখ সইয়ে নিয়ে অ্যাডাম দেখতে পেল ঘর সম্পূর্ণ খালি। কোনও আসবাব নেই, দেয়ালে কোন ছবিও ঝুলছে না। অ্যান টেম্পলটন জীবনে এ ঘরে পা দিয়েছে কিনা ভেবে সন্দেহ জাগল অ্যাডামের। তবে ঘরে ধুলো ময়লা নেই। যদিও দেখে মনে হয় বহুদিন ধরে এ ঘর কেউ ব্যবহার করে না।

'খুব ঠাণ্ডা,' কেঁপে উঠে বলল সিন্ডি।

'ও তোমার মনের ঠাণ্ডা', বলল স্যালি। 'এটি ভূতের বাড়ি এবং এখান থেকে বেরুবার রাস্তা নেই ভেবে তোমার শরীরে কাঁপুনি উঠে গেছে।'

'এ ধরনের জায়গাই আমার পছন্দ,' অন্ধকারে চোখ কুঁচকে তাকাল ওয়াচ।

'মাঝে মাঝে অন্ধকারই ভালো লাগে,' সায় দিল অ্যাডাম।

'তোমাদের আসলে মাথা খারাপ হয়ে গেছে,' খেঁকিয়ে উঠল স্যালি। 'আমরা বিপদের মুখে পা দিয়েছি অথচ ব্যাপারটা তোমরা স্বীকারই করতে চাইছ না। মিস অ্যান টেম্পলটন কই? সে জানে আমরা এখানে। তার চেহারা দেখা যাচ্ছে না কারণ সে আমাদেরকে নিয়ে অদ্ভুত এক খেলায় মেতে উঠেছে। আর তার খেলা সবসময়ই বিপজ্জনক।'

'আমি এখান থেকে চলে যাবো,' চারপাশে ভীত দৃষ্টি বুলাল সিন্ডি।

'হলওয়ের শেষ মাথায় কী আছে তা আমি দেখতে চাই,' বলল অ্যাডাম। মশাল জ্বলা প্যাসেজওয়ের দিকে ইঙ্গিত করল, পাথরের সরু

হলওয়েতে পা বাড়াল ওয়াচকে নিয়ে। মেয়েরা ওদের কয়েক কদম পেছনে দূরত্ব রেখে আসছে, নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করছে ছেলেগুলো কী বোকা!

'তোমার হাঁটতে সমস্যা হচ্ছে না তো?' অ্যাডাম জিজ্ঞেস করল ওয়াচকে।

'আমি ঠিক আছি,' জবাব দিল তার বন্ধু। 'মিস অ্যান কি এখানে আছে?'

'অবশ্যই আছে,' বলল অ্যাডাম।

'দৈত্যেদানোর ঘাড়ে পড়ার আগে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেই ভালো,' বলল ওয়াচ।

'ওগুলোকে সে বোধহয় বেসমেন্টে লুকিয়ে রাখে,' বলল অ্যাডাম।

'আর কী রাখে কে জানে,' বিড়বিড় করল ওয়াচ।

হলওয়েটি লম্বা। ডানে এবং বামে বাঁক নিয়েছে। অবশেষে ওরা আরেকটি বড় ঘরে ঢুকল। এখানেও মশাল জ্বলছে, রয়েছে বড়সড় একটি উনুন। এ ঘরে আসবাবও আছে। সোনালি রঙের প্রাচীন আমলের বড় বড় চেয়ার, দেয়ালে যুদ্ধের ছবি। ঘরের দূর প্রান্তে মনিমুক্তা বসানো একটি সিংহাসনও চোখে পড়ল, তবে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল অন্য একটি জিনিস।

ঘরের মাঝখানে একটি বিশাল বালু-ঘড়ি দলটির নজর কাড়ল।

তবে বালু-ঘড়িতে বালুর বদলে ঝলমল করছে রত্ন-ধুলো।

'এ জিনিস আগেও দেখেছি,' বালু-ঘড়ি স্পর্শ করল অ্যাডাম।

উচ্চতায় ওদের দ্বিগুণ, সোনা-রূপো দিয়ে বাঁধানো ঝকমকে একটি স্ট্যান্ডের ওপর দাঁড় করানো ওটা।

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

'সিক্রেট পাথের অপর পাশে,' জবাব দিল স্যালি। 'শয়তান ডাইনির প্রাসাদে। তোমাকে ওর কথা বলিনি। মহিলা ছিল সত্যিকারের নরক-যন্ত্রণা। তবে ওখানে বালু-ঘড়ির বালু প্রবাহিত হতো ওপর দিকে– সম্ভবত ওখানে সময় উল্টো দিকে চলত বলেই।' বিরতি দিল ও।

'শয়তান ডাইনি বলেছিল অ্যান টেম্পলটনেরও একই রকম একটি বালু-ঘড়ি আছে।'

'মনে আছে অ্যান টেম্পলটনের ওই শয়তান বোনের শক্তির প্রধান উৎস ছিল বালু-ঘড়িটা,' বলল ওয়াচ।

বালু-ঘড়ির ওপর হাতের তালু রাখল স্যালি, ঝলমলে ধুলোয় রঙিন দেখাল ওর মুখ। 'এটিও অ্যান টেম্পলটনের শক্তির মূল উৎস কিনা কে জানে।' বলল সে। শয়তানি সুর কণ্ঠে। 'আমরা ক্ষমতাটি দখল করে নিলেই পারি।'

'দুটি জিনিস তুমি ভুলে গেছ।' বলল অ্যাডাম। 'আমরা এই বালু-ঘড়িটি ভেঙে ফেলার পরে ওখানে ভেঙে পড়েছিল নরক। কাজেই এ ঘড়ি সম্পর্কে সাবধানে থাকতে হবে। কে জানে এটার কোনও ক্ষতি করলে পৃথিবীর কোনও মস্ত ক্ষতি হয়ে যায় কিনা।'

'আমি এটি ভাঙার চিন্তা করছি না,' বলল স্যালি।

'তোমাকে আমরা বিশ্বাস করছি,' বলল ওয়াচ।

'জিনিসটা অবিশ্বাস্য রকম সুন্দর,' বলল সিন্ডি। 'বালু কী দিয়ে তৈরি বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে নক্ষত্রের ধুলো।

'সত্যিকারের নক্ষত্রের ধুলো হতে পারে,' বলল ওয়াচ। 'এর নিশ্চয় কোনও ক্ষমতা আছে।'

'কিন্তু এসব দেখে সেই প্রশ্নটাই ঘুরেফিরে আসছে মনে,' বলল স্যালি। 'মিস অ্যান কেন এখানে আসছে না? এসবের ব্যাখ্যা দিচ্ছে না? আমার এখনও ধারণা পুরোটাই সাজানো নাটক। আমাদের সাবধান হওয়া দরকার।'

অ্যাডাম আরেকটি সরু হলওয়ের দিকে ইঙ্গিত করল, 'ওদিকটা দেখি চলো।'

'একটার পর একটা হলওয়েতে ঘুরে বেড়ালে শেষে পথ হারিয়ে না ফেলি,' শঙ্কা প্রকাশ করল সিন্ডি।

'ও ঠিকই বলেছে,' বলল স্যালি। 'তোমরা নিশ্চয় লক্ষ করেছ আমরা এখনও মাটির তলায় আসিনি। কিন্তু মনে হচ্ছে একের পর এক পাতাল ঘর পার হয়ে যাচ্ছি।'

'মানে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

সিরিয়াস গলা স্যালির। 'মানে হলো আমরা হয়তো আরেকটি ডাইমেনশনে ঢুকে গেছি এবং টেরও পাইনি।'

'তুমি সবসময়ই অশুভ চিন্তা করো,' ভর্ৎসনা করল ওয়াচ।

'আমার অনুমান সত্যি কিনা সময় হলেই দেখতে পাবে,' বলল স্যালি।

পরের হলওয়েতে চলে গেল ওরা। সেখান থেকে ঢুকল আরেকটি ঘরে। আগেরটির মত আকারে তেমন বড় নয় এ ঘর। আসবাব বা ছবিরও বালাই নেই। তবে ঘরে দুটি উনুন আছে। জ্বলছে। তবু ঠাণ্ডা যাচ্ছে না। জ্যাপ্টে ধরে আছে।

ঘরের মাঝখানে চারটা নেকলেস দেখতে পেল ওরা।

সাদা একটি চাদরে রাখা হয়েছে গলার হারগুলো। প্রতিটির গায়ে একটি করে মূল্যবান পাথর– সবুজ পান্না, লাল চুনি, নীলকান্তমণি এবং হলদে পোখরাজ। গহনাগুলো নিখুঁত হাতে তৈরি। পাথরগুলো চমৎকারভাবে কাটা। দেখেই বোঝা যায় অনেক দাম। প্রতিটি একটি সোনার ব্যান্ডে জড়ানো। পাথরগুলোকে বালার মত জড়িয়ে রেখেছে সোনার ব্যান্ড। প্রতিটি নেকলেসের সামনে একটি করে ছোট কার্ড। কার্ডে কী যেন লেখা। ওরা পড়ল :

পান্নার কার্ডে লেখা অমরত্ব
চুনির কার্ডে লেখা শক্তি
নীলকান্তমণির কার্ডে লেখা পূর্ণতা
পোখরাজের কার্ডে লেখা সৌন্দর্য।

নিজেদের আলোয় যেন উদ্ভাসিত পাথরগুলো। ওরা হাঁ করে ওদিকে তাকিয়ে থাকল। নীলকান্তমণিটির প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করল অ্যাডাম। জানে না কেন, তবে ওর মনে হচ্ছে অ্যান টেম্পলটন যেন ওর জন্যই পাথরটা ওখানে রেখেছে। অ্যাডামের বয়স কম। তাই সবসময়ই ও চেয়েছে ওর বয়স বাড়ুক, পূর্ণতা আসুক। ওর সন্দেহ নেই প্রতিটি পাথর, কার্ডে যে কথা লেখা আছে, সেই শক্তি দিতে সমর্থ। ওগুলো আসলে জাদুর হার।

অ্যাডাম নীলকান্তমণিটি স্পর্শ করার জন্য হাত বাড়িয়েছে, বাধা দিল স্যালি।

'ছুঁয়োনা,' বলল ও। 'এটা একটা ফাঁদ।'

চোখ পিটপিট করল অ্যাডাম, ঝাঁকি দিল মাথায়। বুঝতে পারল কয়েক সেকেন্ডের জন্য পাথরটা সম্মোহিত করে ফেলেছিল ওকে। 'কী বলছ তুমি?' সিজ্ঞেস করল ও।

'মহিলা চাইছে হারগুলো যেন আমরা গলায় পরি,' বলল স্যালি।

'আমি কোনও হার গলায় পরতে চাই না,' বলল সিন্ডি।

সন্দেহের চোখে ওকে দেখল স্যালি। 'এগুলোর একটাও তোমার ভালো লাগেনি, সিন্ডি?

বিব্রত দেখাল সিন্ডিকে, 'ইয়ে, হলুদ পোখরাজটা বেশ সুন্দর।'

'তোমার কোনটা পছন্দ হয়েছে, ওয়াচ?' প্রশ্ন করল স্যালি।

'লাল চুনি,' জবাব দিল ওয়াচ।

'অ্যাডাম?' জানতে চাইল স্যালি।

'নীল পাথরটা,' বলল অ্যাডাম। 'তো তাতে কী এসে যায়?'

'আর আমার নজর কেড়েছে সবুজ পান্নার হারখানা,' বলল স্যালি। 'তোমার মত আমিও ওটার দিকে হাত বাড়াতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমরা কোথায় আছি, কার কাছে এসেছি,' থামল সে।

'হারগুলো এখানে রাখা হয়েছে আমাদেরকে প্রলোভিত করার জন্য। সেভাবেই ওগুলোর ডিজাইন করা।'

'তুমি কী বলতে চাইছ এখনও বুঝতে পারছি না আমি,' বলল সিন্ডি।

'ডাইনি আমাদের সম্পর্কে জানে,' বলল স্যালি। 'আমাদের মনের কথাও হয়তো পড়তে পারে। আমরা হারগুলো নেয়ার পরে আমাদের নিশ্চয় কোনও সমস্যা হয়ে যেত। কাজেই এখানে আর এক মুহূর্তও নয়। এখান থেকে কেটে পড়াই শ্রেয়।'

'একথা আগেও বলেছ তুমি,' বিড়বিড় করল অ্যাডাম।

'সুপরামর্শ কেউ কানে তুলতে চায় না,' বলল স্যালি।

'কিন্তু আমরা যদি এখন চলে যাই,' বলল ওয়াচ। 'তাহলে কোনও দিনই জানতে পারব না নেকলেসগুলো নিলে আসলে কী ঘটত?' লাল চুনির দিকে হাত বাড়াল। 'আমি এটা নেব। শুধু আমি, তোমরা তাকিয়ে দেখ আমার কিছু ঘটে কিনা।'

খপ করে ওর হাত চেপে ধরল স্যালি। 'না। তুমি যদি ব্যাঙ হয়ে যাও?'

'আমি কাউকে কখনও ব্যাঙ হতে দেখিনি,' বলল সিন্ডি।

'অ্যান হয়তো আমাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে,' বলল ওয়াচ।

'আবার এমনও হতে পারে সে আমাদেরকে সাহায্য করতে চাইছে। এ প্রশ্নের জবাব মিলবে নেকলেসগুলোর কোনও একটি গলায় পরলেই।' হাত ছাড়িয়ে নিল ও। 'ভেবো না, আমি ব্যাঙট্যাঙ হয়ে গেলে আমাকে খাদের মধ্যে রেখে এসো। আমার খাদে থাকতে আপত্তি নেই।'

অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে এক কদম পিছিয়ে এল স্যালি। 'তোমার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চাইলে খেলো। কার কী বলার আছে।'

হাত বাড়িয়ে চুনির নেকলেসটা তুলে নিল ওয়াচ, গলিয়ে দিল মাথায়।

চারদিকে পিটপিট করে তাকাচ্ছে।

অন্যরা সবাই দম বন্ধ করে রাখল।

'ইন্টারেস্টিং,' অবশেষে মন্তব্য করল ওয়াচ।

'নিজেকে কি তোমার শক্তিশালী মনে হচ্ছে?' জানতে চাইল অ্যাডাম। শরীরের দুপাশে হাত ছড়িয়ে দিল ওয়াচ। আঙুল মুঠো করে আবার খুলল।

'একটু অন্যরকম লাগছে,' বলল সে।

'আরে, গায়ে শক্তি টের পাচ্ছ কিনা বলো,' ধমকের সুরে বলল স্যালি।

হাতের পেশী ফোলাল ওয়াচ। 'হুঁ, নিজেকে একটু শক্তিমান তো মনে হচ্ছেই। চোখেও যেন আগের চেয়ে ভালো দেখতে পাচ্ছি।'

'পরিবর্তনটা স্রেফ তোমার কল্পনাও হতে পারে,' বলল সিন্ডি।

সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে রেখে ঘরে কয়েক পা হাঁটাহাটি করল ওয়াচ। 'আমার তা মনে হয় না। কিছুক্ষণ আগেও ও ঘরটি ঝাপসা লাগছিল। কিন্তু এখন ঘরের দেয়াল, পাথরের কাজ পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।' বিরতি দিল ও। 'আর পরিবর্তনটা ঘটছে দ্রুত।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হাসল অ্যাডাম। 'এত দ্রুত যদি শরীরে শক্তি হতে থাকে তোমার, কাপড়টাপড় ছিঁড়ে না আবার পেশী বেরিয়ে পড়ে।'

ওয়াচ যা কখনও করেই না বলতে গেলে, তাই করল। হাসল।

আদর করে হাত বুলাল নেকলেসে। 'জিনিসটা পছন্দ হয়েছে আমার। তোমরাও নেকলেস পরে দেখতে পার।'

পোখরাজের দিকে হাত বাড়াল সিন্ডি। 'ঠিক আছে। তবে আমার মনে হয় না আমার চেহারার কোনও পরিবর্তন ঘটবে।'

ওর হাত ধরে ফেলল স্যালি। 'দাঁড়াও। এখনও বিষয়টি নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা হয়নি। ওয়াচকে কিছুক্ষণ দেখি কতটা পরিবর্তন ঘটে ওর।'

ওর হাত সরিয়ে দিল সিন্ডি। 'ওর মধ্যে যে কিছুটা পরিবর্তন আসছে তাতো দেখতেই পাচ্ছি। নেকলেস নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে চাইলে আমি করব। তুমি তো আর আমার বস্ নও।'

'বস হলেই ভালো হতো,' মন্তব্য করল স্যালি।

'আমিও এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে চাই,' নীলকান্তমণির দিকে তাকিয়ে আছে অ্যাডাম। ঝুঁকি নিয়েই ফেলি, চলো।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে স্যালি। 'তোমাদের সবার আসলে ব্যাঙ হবার খায়েশ জেগেছে। প্রতিদিন খাদে গিয়ে দেখে আসব তোমাদের ব্যাঙ-জীবন কেমন কাটছে।'

ওর কথা কানে তুলল না অ্যাডাম ও সিন্ডি। যে যার পছন্দের নেকলেস তুলে নিয়ে গলায় পরল। অ্যাডামের বুকে ঝুলতে লাগল নীলকান্তমণি। সিন্ডির দিকে তাকাল ও। ওকে মিষ্টি হাসি উপহার দিল মেয়েটি। 'কেমন দেখাচ্ছে আমাকে?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

'আগের মতই, বিড়বিড় করল স্যালি। 'খেংরাকাঠি।'

'না,' সিন্ডির সামনে চলে এল ওয়াচ। 'তোমাকে আগের চেয়ে সুন্দর লাগছে। অ্যাডাম?'

সিন্ডির আপাদমস্তকে চোখ বুলাল অ্যাডাম। 'হুঁ, ওর চেহারা দিয়ে যেন জেল্লা ফুটে বেরোচ্ছে।'

মুচকি হাসল সিন্ডি, হাতে হাত ঘষল। 'নিজেকে খুব সুন্দরী মনে হচ্ছে আমার। মনে হচ্ছে– বর্ণনা করা শক্ত– মনে হচ্ছে আমার ভেতরটা যেন ভরে যাচ্ছে আলোয়।'

'আমার মনে হচ্ছে আমার মাথা ধরেছে,' গুঙিয়ে উঠল স্যালি। 'তোমার কী মনে হচ্ছে, অ্যাডাম? নিজেকে কি জ্ঞানী আর বয়সী লাগছে?'

কপালে ভাঁজ পড়ল অ্যাডামের। 'সিন্ডির কথাই ঠিক। বিষয়টা আসলে বর্ণনা করা মুশকিল। আমার ভেতরে এক ধরনের পরিবর্তন টের পাচ্ছি– নিজেকে আগের চেয়ে চালাক-চতুর মনে হচ্ছে।'

'তোমার উচ্চতাও একটু বেড়ে গেছে মনে হচ্ছে আমার,' বলল ওয়াচ।

'ঠিক বলেছ, ওকে আর আগের মত বেঁটে বাঁটুল লাগছে না, হাসিমুখে বলল সিন্ডি।

মর্মাহত হলো অ্যাডাম। 'জানতাম না তুমি আমাকে বেঁটে বাঁটুল ভাবতে।'

ওর কাঁধ চাপড়ে দিল সিন্ডি। 'মাইন্ড কোরো না, ইয়ার। আমি আসলে ওভাবে বলতে চাইনি কথাটা। তুমি তো ওয়াচের মত লম্বা নও।' হঠাৎ ফেটে পড়ল সে হাসিতে। 'অবশ্য তাতে কিইবা আসে যায়। তুমি এখন লম্বায় আমাদের সবাইকে ছাড়িয়ে যাবে। অ্যাই, স্যালি, যাও না, নেকলেস পরে ফেলো।'

'হ্যাঁ,' বলল অ্যাডাম। 'যদি এতে কাজ হয়, তুমি যদি অমর হয়ে যেতে পার, তাহলে তো কথাই নেই। তোমার হারাবার আছেটা কী?'

পান্নার নেকলেসের দিকে এক ঝলক তাকাল স্যালি। 'তোমাদের সত্যি ভালো লাগছে তো?'

সিন্ডি ঘরের মধ্যে নাচতে শুরু করল। 'নিজেকে আমার সুন্দরী রাজকন্যার মত লাগছে। আমি রাজকন্যা?'

'আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি চোখে।' চশমা খুলে ফেলল ওয়াচ। 'নিজেকে আমার আর বাচ্চা মনে হচ্ছে না,' বলল অ্যাডাম।

স্যালি হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল নেকলেস। তারপর এক মুহূর্ত ইতস্তত করে তুলে নিল। পরল গলায়। চমৎকার সুন্দর সবুজ পাথরে আঙুল বুলাল। তারপর মুখ তুলে চাইল। হি হি করে হেসে উঠল। 'আমার মনে হচ্ছে আমার বয়স কমে গেছে।'

আরেকটা হাসির শব্দ ভেসে এল। তবে ওদের কারও হাসি নয়। এ হাসিটা বিকট, খনখনে। ডাইনির হাসি। আরেকটি হলওয়ে থেকে ভেসে এসেছে হাসি। ওই হলওয়েতে আলো জ্বলছে না বলে ওদিকে কেউ লক্ষ করেনি। এবার সবাই দেখতে পেল হাতে মশাল নিয়ে, কালো আলখেল্লা পরা লম্বা একটি মূর্তি এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। তার সবুজ চোখ ঝকমক করছে আলোতে। স্যালির জাদুর পাথরের মত সবুজ চোখ। ঠিক সে মুহূর্তে অ্যাডামের মনে হলো ওরা জাদুর ফাঁদে আটকে গেছে। তবে জাদুটা ভালো না খারাপ জানে না সে।

'ডাইনিটা আসছে,' ভীত গলায় ফিসফিস করল স্যালি।

শ্‌শ্‌শ, 'সাবধান করে দিল অ্যাডাম। 'ওকে ও নামে ডেকো না।'

'কিন্তু আমি কিচ্ছু মাইন্ড করিনি,' ঘরে ঢুকে পড়ল অ্যান টেম্পলটন। মাথার ঘোমটা ফেলে দিল। সে এখনও হাসছে তবে তার সবুজ চোখে খেলা করছে বিপদের ছায়া। কুয়াশা ঢাকা ভোরের মত শীতল তার চাউনি, দূরের তারার আলোর মত শক্তিশালী। সে যোগ করল, 'আমি তোমাদের প্রিয় ডাইনি।'

# চার

'কী চান আপনি?' সন্দেহের সুরে প্রশ্ন করল স্যালি। ওরা নিজেদের অজান্তেই একে অন্যের পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সিন্ডি অ্যাডামের হাত খামচে ধরে রয়েছে। অ্যান টেম্পলটন ঘরে ঢোকামাত্র এক কদম পিছিয়ে গেছে সবাই। অ্যান টেম্পলটন ডাইনি হলেও দেখতে খুবই সুন্দরী। লম্বা, কালো চুল, অন্তর্ভেদী সবুজ চোখ। তবে গায়ের চামড়াটা কেমন ম্লান ও বিবর্ণ, যেন বহুদিন সূর্যের সংস্পর্শ থেকে দূরে। স্যালির প্রশ্ন শুনে মৃদু হাসল সে। মেরুদণ্ড টানটান করে দাঁড়িয়েছে ওদের সামনে, চেহারায় কর্তৃত্বের ছাপ পরিষ্কার।

'প্রশ্নটি কী আমারই করা উচিত নয়?' বলল অ্যান। 'তোমরা চারজন কিছু একটা চাইবার ধান্ধায় এখানে এসেছ।'

'আমরা আপনার কাছে কিছু চাই না,' খেঁকিয়ে উঠল স্যালি। হাসল অ্যান টেম্পলটন। 'আচ্ছা, সারা। তাহলে আমার নেকলেস চুরি করতে চাইছ কেন?'

তোতলাতে লাগল অ্যাডাম। 'আমরা কোনও কিছু চুরির মতলবে এখানে আসিনি, অ্যান। শুধু ওগুলো গলায় পরতে চেয়েছি। আপনি বললে এখুনি খুলে রাখছি।'

মুখে হাসিটি ধরেই রেখেছে অ্যান টেম্পলটন। চাইলেই কি ওগুলো খুলে রাখা যায়, অ্যাডাম?' জিজ্ঞেস করল সে, 'কাজটা কি এতই সহজ?'

'নেকলেসটা ফেরত চাইলে আমি ফেরত দিতে পারি,' বলল ওয়াচ। সে গলা থেকে নেকলেস খুলতে গেল। 'আমরা ভেবেছি ওগুলো উপহার। ভুল করে থাকলে ক্ষমা চাইছি।' হঠাৎ দমে গেল ও। চেহারায় ফুটে উঠেছে বিস্ময়।

'কী হলো?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল স্যালি।

'আমি এটা খুলতে পারছি না।' জবাব দিল ওয়াচ।

'খুলতে পারছ না মানে কী?' প্রশ্ন করল স্যালি। 'মাথা গলিয়ে খুলে ফেললেই হলো।'

'তোমারটা পারলে খোলো।' বলল ওয়াচ।

স্যালি নেকলেস খুলতে গেল। কিন্তু মাথা গলাতে চাইল না সোনালি ব্যান্ড।

'ওহ, না,' ফিসফিস করল স্যালি।

অ্যাডাম এবং সিন্ডিও তাদের নেকলেস খুলতে চাইল। কিন্তু পারল না কেউ।

হেসে উঠল অ্যান টেম্পলটন। 'কাজটা কি এতই সোজা?'

স্যালি সামনে এক কদম বাড়াল। 'আপনি আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন।'

মাথা নাড়ল অ্যান টেম্পলটন। 'না। তোমরা নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করেছ। তোমাদেরকে আমি নেকলেস পরতে বলিনি। তোমরা যদি কিছু পাবার আশা নিয়ে এখানে না আসতে তাহলে এমন ঘটনা ঘটত না।'

'নেকলেসটা যদি আমার গলায় এভাবে জড়িয়ে থাকতে চায় তো আমার কোনও আপত্তি নেই,' বলল অ্যাডাম। 'আপনি কিছু মনে না করলে আমি এটা রেখে দিতে পারি কী?'

অ্যাডামের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল অ্যান। 'তোমার সহজ সরল কথা শুনে ভালো লাগল, অ্যাডাম। আসলে নেকলেসগুলো তোমাদের জন্যই বানানো। অবশ্যই এগুলো তোমরা রেখে দিতে পার। তবে একটি শর্ত আছে।'

'কী শর্ত?' সন্দেহের সুরে জানতে চাইল স্যালি।

'শর্তটা খুব সোজা,' বলল অ্যান টেম্পলটন। 'এ প্রাসাদ থেকে বেরুবার রাস্তা তোমাদের নিজেদের খুঁজে নিতে হবে। যদি পারো তো নেকলেসগুলো তোমাদের হয়ে যাবে। যখন ইচ্ছা নেকলেস খুলতে বা গলায় পরতে পারবে।' গলায় অশুভ সুর ফোটাল সে। 'কিন্তু আমার প্রাসাদে যতক্ষণ আছ ওই নেকলেস গলায় আটকে থাকবে। যতই চেষ্টা কর, কিছুতেই খুলতে পারবে না।'

'এখান থেকে বেরুবার রাস্তা আমরা জানি,' বলল ওয়াচ।

'বালুঘড়ির ঘরে ঢুকব, তারপর ডানে, হলওয়েতে মোড় নেব এবং চলে যাব সদর দরজায়।'

'বালুঘড়ির ঘরটি কোথায়?' ঠাট্টার সুরে প্রশ্ন করল অ্যান।

'ওইতো ওখানে ....' বলতে গেল ওয়াচ, আর রা বেরুল না মুখ থেকে।

যে হলওয়ে দিয়ে ওরা এসেছে ওটি হঠাৎ নেই হয়ে গেছে।

'আমি কি চোখে ভুল দেখছি?' অ্যাডামকে জিজ্ঞেস করল ওয়াচ। মাথা নাড়ল অ্যাডাম। 'না। ভ্যানিশ হয়ে গেছে হলওয়ে।'

'তোমরা নেকলেস গলায় পরা মাত্র অদৃশ্য হয়ে গেছে ওটা।' বলল অ্যান টেম্পলটন।

'মনে মনে যা ভেবেছি,' তেতো গলায় বলল স্যালি।

'আমাদেরকে ফাঁদে ফেলার জন্য সাজানো হয়েছে এ নাটক। তোমাদেরকে তো বলেইছি এ একটা শয়তান ডাইনি।'

স্যালির রাগ দেখে হা হা করে হেসে উঠল অ্যান টেম্পলটন।

'তোমাদেরকে ফাঁদে ফেলার জন্য নেকলেস রাখা হয়নি, সারা। তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে রাখা হয়েছে।'

'কী রকম?' জানতে চাইল ওয়াচ।

'সময় হলে দেখতে পাবে,' বলে ঘুরে দাঁড়াল অ্যান।

'আমি গেলাম। তোমরা এখান থেকে বেরুবার চেষ্টা করার সময় গোলক ধাঁধার মতো ঘুরে বেড়াবে। একটা পরামর্শ দিই। আমার ছেলেদের কাছ থেকে সাবধান।'

ঢোক গিলল সিন্ডি। 'আপনার ছেলেরা কারা?'

অ্যান টেম্পলটন বলল, 'আর দশটা ছেলের মতোই তারা। 'দুষ্টামি এবং মজা করে। তবে তাদের মজা করার ধরন তোমাদের মতো নয়।' কথাটা বলে যেন খুব মজা পেয়েছে, হেসে উঠল ডাইনি। 'কাজেই ওদের কাছ থেকে শত হাত দূরে থেকো!'

যে হলওয়ে ধরে অ্যান টেম্পলটন আসছিল, পা বাড়াল সেদিকে। অন্ধকারে তার মশালের আলো ক্রমে ম্লান হয়ে এল। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল। ওরা চার বন্ধু আটকা পড়ে গেল এমন একটি ঘরে যেখান থেকে বেরুবার রাস্তা নেই।

## পাঁচ

'এখন কী করব?' ঘোঁত ঘোঁত করল স্যালি।

'মহিলা বলল এটা নাকি একটি পরীক্ষা,' বলল অ্যাডাম। 'তার মানে এ ঘর থেকে বেরুবার নিশ্চয় কোনও রাস্তা আছে। তুমি কী বলো, ওয়াচ?'

ওয়াচ হাতের পেশী টিপেটুপে দেখছিল। 'আমারও তা-ই ধারণা। তবে বেরুবার রাস্তা না থাকলেও ক্ষতি নেই। আমার গায়ে যেরকম শক্তি টের পাচ্ছি, প্রয়োজনে দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে যাব।'

অ্যাডাম নিজের শরীরের দিকে তাকাল। 'আমার পরিবর্তনটাও হচ্ছে বেশ দ্রুত,' বলল সে। 'মনে হচ্ছে আমার বয়স এখন তেরো।'

মুখ বাঁকাল স্যালি। 'ওহ, বুড়ো মানুষ।'

সিন্ডি বলল, 'ইস্, একটা আয়না যদি পেতাম! আচ্ছা, আমাকে কি খুব সুন্দর লাগছে?'

'যথেষ্ট সুন্দর লাগছে,' সরল গলায় বলল অ্যাডাম।

স্যালি টেরা চোখে তাকাল সিন্ডির দিকে। 'তোমাকে আগের চেয়ে সুন্দর লাগছে কিনা জানি না, সিন্ডি। তবে তুমি বেশ জ্বলজ্বল করছ এটুকু বলতে পারি। লাইটের বাল্বের মতো।'

কথাটা সত্যি। ওর গায়ে ফায়ার প্লেসের আলো পড়েছে। লালচে একটা আভা শরীরে। সিন্ডি উত্তেজিত গলায় বলল, 'আমি তো এখন ইচ্ছে করলেই সিনেমার তারকা হতে পারব।'

'তোমাদের কি মনে করিয়ে দিতে হবে আমরা এখন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে?' কিচকিচ করে উঠল স্যালি। 'আমরা পাথুরে দেয়ালের মাঝে বন্দী এবং আমাদের কাছে খাবার বা পানীয় কিছু নেই।'

ছাদের দিকে তাকিয়ে ছিল ওয়াচ। বলল, 'চিলেকোঠায় একটা গর্ত দেখতে পাচ্ছি।'

'কী বলছ তুমি?' বলল অ্যাডাম। 'আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

'প্রাসাদে চিলেকোঠা থাকে না,' মন্তব্য করল স্যালি।

'ওটাকে যে কোন নাম দিলেই হলো,' চশমা খুলে চোখ ঘষল ওয়াচ। আবার তাকাল পাথরের অন্ধকার, কালো ছাদে। ওখান থেকে বেরুনো যাবে।'

'কিন্তু অত উঁচুতে তো উঠতেই পারব না,' বলল সিন্ডি।

লাফ দিল ওয়াচ। সাধারণ ছেলেদের সাধারণ লাফ নয়। এক লাফে দুই মিটার উঁচুতে উঠে গেল সে।

'ওয়াও,' বলল ওয়াচ। 'আগামী অলিম্পিকে যোগ দেয়ার জন্য আমার আর তর সইছে না। আমি সবগুলো সোনার মেডেল একাই ছিনিয়ে নেব।'

'তবে নিজেকে যতই শক্তিশালী মনে করো না কেন ছাদ ছুঁতে পারবে না,' বলল স্যালি। 'ছাদ দশ মিটার উঁচুতে,' নেকলেস রাখার টেবিলে নজর দিল অ্যাডাম। 'একটা কাজ করি। টেবিলটিকে দুটুকরো করে ফেলি। তারপর একটার ওপর আরেকটা রাখব। ওয়াচ টেবিলে উঠে লাফ দেবে। তখন হয়তো ছাদের গর্ত ছুঁতে পারবে।'

'কিন্তু আমাদের কী হবে? জিজ্ঞেস করল সিন্ডি। 'আমরা তো এখানেই আটকা পড়ে থাকব।'

টেবিলের লম্বা সাদা কাপড়টা টেনে নিল ওয়াচ। 'আমি এটা সঙ্গে নিচ্ছি। একবার ছাদে যেতে পারি, চাদরটা নামিয়ে দেব। অ্যাডাম চাদর ধরবে। তোমরা অ্যাডামের পা চেপে ধরবে। তোমাদের সবাইকে একসঙ্গে টেনে তুলব আমি।'

মুখ বাঁকাল স্যালি। 'হ্যাঁ, তোমার গায়ে এমন শক্তি হয়েছে যে সবাইকে একটানে তুলে ফেলবে।'

পাথর মুখ করে ওয়াচ বলল, 'আমার ধারণা আমি পারব। আমি এ টেবিলটাও এক বাড়িতে ভেঙে ফেলতে পারব। সরে দাঁড়াও। চাই গায়ে কাঠের ছিলকার বাড়ি খাও।'

ওরা অবাক হয়ে দেখল কারাতের এক চপ মেরে টেবিলটাকে মাঝখান থেকে দু'ভাগ করে ফেলেছে ওয়াচ। তবে অ্যাডাম অবাক হয়নি। কারণ ব্যাপারটাকে সে স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিয়েছে। নিজেকে তার আগের চেয়ে স্মার্ট মনে হচ্ছে, লম্বাতেও বেড়ে গেছে। স্যালির চেয়ে বেঁটে ছিল সে। এখন স্যালি তারচেয়ে উচ্চতায় এক ইঞ্চি কম।

ওয়াচ টেবিলের ভাঙা অংশ দুটো একটার ওপর আরেকটা রাখল। তারপর টেবিল ক্লথটি কোমরের বেল্টে গুঁজে নিয়ে এক লাফে টেবিলের ওপর উঠে পড়ল। দলটা পিছিয়ে গেল ওয়াচ ছাদের গর্ত লক্ষ করে প্রকাণ্ড এক লাফ দিতেই। প্রথমবারের চেষ্টা ব্যর্থ হলো। হুড়মুড় করে টেবিলের ওপর পড়ল ওয়াচ। থরথর করে কেঁপে উঠল টেবিল, যেন ওয়াচের ওজন একটন। ওরা ভয় পেল ভাঙা টেবিলটা না জানি আবার ভেঙে পড়ে।

তবে হাল ছাড়ার পাত্র নয় ওয়াচ। আবার বিশাল এক লাফ দিল। এবারে গর্তের কিনারা ধরে ফেলল ও। দু'সেকেন্ডের মধ্যে গর্ত গলে উঠে গেল ওপরে। একটু পরেই উঁকি দিল। নামিয়ে দিল চাদর। 'জলদি ধরো, অ্যান টেম্পলটন আসার আগেই এখান থেকে ভাগতে হবে।'

'কিন্তু তুমি যদি আমাদেরকে ফেলে দাও?' টেবিলে উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করল স্যালি।

'তোমার আর চিন্তা কী,' বলল ওয়াচ। 'তুমি তো এখন অমর।'

ভুরু কোঁচকাল স্যালি। 'আমার তেমন কিছু মনে হচ্ছে না। আমার শুধু মনে হচ্ছে ...' হঠাৎ থেমে গেল সে। 'অ্যাই, আমার গলার স্বর কি উঁচু শোনাচ্ছে?'

'হ্যাঁ,' বলল সিন্ডি। আর তুমি আগের চেয়ে খাঁটোও হয়ে গেছ।

'তুমি শুধু খাটোই হচ্ছে না,' স্যালির ওপর চোখ বুলিয়ে বলল অ্যাডাম। 'বয়সও কমে যাচ্ছে।'

স্তম্ভিত হয়ে গেল স্যালি। 'তোমরা সুন্দর হচ্ছো, গায়ে শক্তি হচ্ছে, বয়স তোমাদের কমে যাচ্ছে আর আমি কিনা শিশু হয়ে যাচ্ছি?'

'দেখে তো তা-ই মনে হয়,' বলল অ্যাডাম। 'তবে ডাইনি তোমাকে সবচেয়ে বাজে নেকলেসটি দিয়েছে বলে অবাক হচ্ছি না। কারণ তুমি তার সঙ্গে কখনোই ভালো ব্যবহার করনি।'

'আমরা কিন্তু এখনও জানি না কার নেকলেস ভালো আর কারটা খারাপ,' ওপর থেকে মন্তব্য করল ওয়াচ।

খিকখিক হাসল সিন্ডি। 'সুন্দরী হয়ে যাচ্ছি বলে আমি বরং খুশি। আমার মোটেই এ নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই।'

কঠিন চোখে তার দিকে তাকাল স্যালি। 'আমাদের সবারই দুশ্চিন্তা করা উচিত।'

ওরা তিনজন টেবিলের ওপর উঠে এল। ওদের সবার চেয়ে লম্বা এখন অ্যাডাম। সে হাত বাড়িয়ে টেবিল ক্লথ ধরল। স্যালি এবং সিন্ডি অ্যাডামের দু'পা দু'দিক থেকে খামচে ধরল। ওদেরকে টেনে তুলতে লাগল ওয়াচ। বেলুনের মতো ধীরে ধীরে ওরা উঠে যাচ্ছে শূন্যে। পেটের ভেতরটা কেমন শিরশির করে উঠল অ্যাডামের।

'মন্দ নয়,' ছাদের গর্ত দিয়ে ওপরে ওঠার সময় মন্তব্য করল অ্যাডাম। নিচে প্রকাণ্ড ফায়ার প্লেসটি দেখতে পাচ্ছে ওরা, জ্বলছে অনেকগুলো মশাল। দেরীতে হলেও বুঝতে পেরেছে একটা মশাল নিয়ে আসা উচিত ছিল। কারণ এদিকটা অন্ধকার।

'সঙ্গে একটা ফ্লাশ লাইট থাকলে ভালো হতো,' অন্ধকারে তাকিয়ে বলল সিন্ডি।

'আমার ফ্লাশ লাইটের দরকার নেই,' বলল ওয়াচ। পকেটে রেখে দিল চশমা। 'প্রতি মিনিটে আমার দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়ে উঠছে। আমি অন্ধকারেও দেখতে পাচ্ছি।'

হামাগুড়ি দিয়ে এগুলো ওরা। সবার সামনে ওয়াচ, সিন্ডি তার পেছনে, সিন্ডির পেছনে স্যালি এবং সবশেষে অ্যাডাম। টানেলটা আঁকাবাঁকা। একবার সোজা চলে গেছে, তারপর আবার মোড় নিয়েছে। পথ যেন ফুরোয় না। যেন অনন্তকাল ধরে চলছে ওরা। অবশেষে ওদেরকে থামতে বলল ওয়াচ। পাথরে ধাতব কিছু ঘষা খাওয়ার শব্দ শুনল অ্যাডাম। কিন্তু বন্ধুরা পথ আটকে আছে বলে শব্দের উৎস জানতে পারল না।

'সামনে ঝাঁঝরির মতো একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি,' বলল ওয়াচ।

'দেখে কী মনে হচ্ছে ওখান থেকে বেরুনো যাবে?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

'হয়তো না,' বলল ওয়াচ। 'তবে ওটার নিচে মেঝেটেজে নেই। লাফিয়ে নামাটা ঝুঁকি হয়ে যাবে।' নাক উঁচু করে বাতাস শুঁকল। 'ঝাঁঝরির নিচ থেকে কেমন অদ্ভুত একটা গন্ধ আসছে।'

'কী রকম গন্ধ?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

'বলতে পারব না,' জবাব দিল ওয়াচ। 'তবে সুগন্ধ নয়।'

'ঝাঁঝরি আমাদের ওজন সহ্য করতে পারবে?' জানতে চাইল স্যালি।

'ওটাতে জং ধরে গেছে,' বলল ওয়াচ। 'একজন একজন করে পার হতে হবে।'

'বেশ,' বলল স্যালি। 'আগে তুমি এগোও।'

অ্যাডাম শুনল ওয়াচ ঝাঁঝরির দিকে এগোতে শুরু করেছে। ঝনঝন শব্দে বাজল ধাতব, বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়তে লাগল ওর। সাবধান, ওয়াচ, ফিসফিস করল অ্যাডাম।

'ওটা ইতিমধ্যে বাঁকা হয়ে গেছে,' শক্ত গলায় জানান দিল ওয়াচ। 'সবাই পার হতে পারব কিনা জানিনা।'

'ওটাকে আর বাঁকিয়ো না,' বলল স্যালি। বাকি জীবন এখানে বন্দী হয়ে থাকার কোনও খায়েশ আমার নেই। যেহেতু এখানে আসার বুদ্ধিটা আমার ছিল না।

'আমি নিশ্চয় তোমাকে আসতে বলিনি,' বলল অ্যাডাম।

'তা আর বলতে,' বলল স্যালি।

'আমি ঝাঁঝরির অপর পাশে প্রায় চলে এসেছি,' ফিসফিস করল ওয়াচ।

'ওটা কতটা চওড়া?' জানতে চাইল অ্যাডাম।

'তিন মিটার লম্বা,' জবাব দিল ওয়াচ। 'চলে এসো, সিন্ডি। তবে আস্তে আস্তে আসবে।'

'আমার ভয় করছে,' ফিসফিসে গলায় বলল সিন্ডি। ঝাঁঝরির দিকে এগোতে শুরু করেছে। আবার ক্যাঁচকোঁচ শব্দ হলো।

'ওটা যদি ভেঙে যায়?' আশংকা প্রকাশ করল অ্যাডাম। 'তাহলে ভয়ের চোটেই তুমি মরে যাবে,' বলল স্যালি।

'তুমি তো আর মরবে না,' বলল অ্যাডাম। 'তুমি হলে সুন্দরী রাজকন্যা। রাজকন্যারা রূপকথার গল্পে কখনও মরে না।'

'তবে স্পুকসভিল রূপকথার শহর নয়,' বলল স্যালি।

'তোমরা থামবে?' হিসিয়ে উঠল সিন্ডি। 'তোমরা আমাকে নার্ভাস করে তুলছ।'

'আর আমরা কেমন আছি বলে তোমার ধারণা?' বলল স্যালি। 'তোমার পরে আমাকে ওই বৈতরণী পার হতে হবে। অথচ তোমরা ঝাঁঝরিটার ইতোমধ্যে বারোটা বাজিয়ে ফেলেছ।'

সিন্ডি বিড়বিড় করে বলল, 'তুমি কখন দুধের শিশু হয়ে যাবে সে অপেক্ষায় আছি। তাহলে যদি বকবকানি থামে!'

সিন্ডি পার হয়ে গেল ঝাঁঝরি। যোগ দিল ওয়াচের সঙ্গে। এবারে স্যালির পালা। সে তো ভয়েই অস্থির।

'নিচে যেন ওঁৎ পেতে আছে মৃত্যু,' ফিসফিস করল সে।

'নিচে তাকাবে না,' পরামর্শ দিল অ্যাডাম।

'কথাটা আমার নাককে বলো,' বলল স্যালি। সে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল, দরদর করে ঘামছে। স্যালি অ্যাডামের কাছ থেকে মাত্র এক মিটার দূরে। কিন্তু অন্ধকারের জন্য ওকে ঝাপসা দেখাচ্ছে। আঁধার যেন চারপাশ থেকে চেপে ধরছে।

হঠাৎ নিচে কীসের যেন শব্দ হলো।

কেউ জিভ চাটছে।

মনে মনে প্রার্থনা করল অ্যাডাম ও যখন ঝাঁঝরি পার হবে তখন যেন ওটা ভেঙে না যায়।

অবশেষে শুনতে পেল স্যালির কণ্ঠ।

'আমি এসে পড়েছি,' বলল সে। 'পার হবার সময় ভাববে তুমি মানুষ নও, বেলুন। তাহলে আর সমস্যা হবে না, অ্যাডাম।'

'সমস্যা হলো গত পাঁচ মিনিটে আমার ওজন দশ কিলো বেড়ে গেছে,' বলল অ্যাডাম। হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল ঝাঁঝরির কিনারা। 'ভাবছি আমার বয়স এখন কত?'

'আমি ভাবছি তোমার বয়স বৃদ্ধি কখন থামবে,' গম্ভীর গলা ওয়াচের।

ঝাঁঝরির ওপর উঠে পড়ল অ্যাডাম। সাথে সাথে ওটা ডেবে গেল নিচে। ওর শরীরের আকার এবং ওজন আগের মতো স্বাভাবিক থাকলে ঝাঁঝরিটা দিব্যি বহন করতে পারত ওজন। এখন ওটা ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করছে। যেন অনেকগুলো ধাতব তার বহু কষ্টে ঝাঁঝরিটাকে ধরে রেখেছে। মরিয়া হয়ে ওঠল অ্যাডাম। নিচে কিছু একটা নড়াচড়া করছে। এবং সেটা মানুষ নয়। সুড়ৎ সুড়ৎ জিভ টানছে ওটা, যেন তাজা মাংসের গন্ধ পেয়েছে।

'তুমি প্রায় এসে পড়েছ,' অপর প্রান্ত থেকে ফিসফিস করল স্যালি।

এমন সময় বিকট একটা শব্দ হলো মট করে।

ঝাঁঝরি আধ মিটার নেমে গেল নিচে।

'অ্যাডাম!' চেঁচিয়ে ওঠল সিন্ডি।

'আমি আছি এখনও।' হাপিয়ে ওঠার শব্দ করল অ্যাডাম।

কাঁপছে ওয়াচও। ঝাঁঝরিটা খামচে ধরে আছে। ঝুলছে ও। ছিটকে পড়ে গেলেই কম্ম সাবাড়। সোজা নিচের ক্ষুধার্ত প্রাণীটার খাবার হতে হবে।

'সাবধানে নড়াচড়া করো,' পরামর্শ দিল ওয়াচ।

'জলদি করো,' বলল সিন্ডি। 'ওদিকের ঝাঁঝরি বোধহয় বেশিক্ষণ টিকবে না, ছুটে যাবে।'

অ্যাডাম টের পেল ওর শরীরের নিচে ঝাঁঝরি ক্রমে ডেবে যাচ্ছে। ওর কপালে ঘাম জমেছে, গড়িয়ে পড়ছে গাল বেয়ে। চোখে ঢুকছে। হাত বেয়ে নেমে আসা ঘাম পিচ্ছিল করে তুলছে তালু। ও বলল, 'আমি আটকে গেছি। নড়তে পারছি না।'

'ঝুলে থাকো,' অনুনয়ের সুরে বলল স্যালি। 'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।'

'আমি শুনতে পাচ্ছি,' বলল অ্যাডাম।

'ওয়াচ,' বলল স্যালি, 'তোমার কাছে টেবিল ক্লথটা আছে এখনও?'

'হুঁ,' খচখচ শব্দ হলো আঁধারে। 'তুমি চাদরটা ওকে দিতে চাইছ?'

'হ্যাঁ,' বলল স্যালি। 'অ্যাডাম, চাদরটা আমি ছুঁড়ে দিচ্ছি। ওটা ধরে ফেলো। আমরা তোমাকে টেনে তুলব।'

'তুমি টেনে তুলবে নাকি ওয়াচ?' জানতে চাইল অ্যাডাম।

'সিন্ডির পেছনে আছে ওয়াচ,' বলল স্যালি। 'এখানে আসতে পারবে না। আমাকেই টেনে তুলতে হবে। তবে ভেবো না। আমাকে ছোটখাট দেখালেও গায়ে শক্তি আছে।'

'পাঁচ বছরের বাচ্চাদের শক্তি,' বিড়বিড় করল সিন্ডি।

'আমার এখনও পাঁচ বছর হয়নি,' ধমক দিল স্যালি।

'কিন্তু কথা তো বলছ পাঁচ বছরের বাচ্চার মতো,' বলল সিন্ডি।

অ্যাডামের মুখে আছড়ে পড়ল টেবিল ক্লথ। 'তুমি সত্যি আমাকে টেনে তুলতে পারবে তো? জিজ্ঞেস করল ও। চাদরটা ধরব এখন?'

'যথাসাধ্য চেষ্টা করব,' বলল স্যালি। 'সিন্ডি তুমি আমাকে শক্ত করে ধরে রাখো।' ওয়াচ, 'তুমি ধরো সিন্ডিকে।'

'আমি চাদর ধরতে যাচ্ছি,' জানাল অ্যাডাম।

'আমরা তোমার জন্য প্রস্তুত,' ফিসফিস করল স্যালি।

চট করে ঝাঁঝরি ছেড়ে দিয়ে ডান হাতে চাদর ধরে ফেলল অ্যাডাম। অন্য হাতে ঝাঁঝরি ধরে ফেলল আবার। ঝাঁঝরি পুরোপুরি ছেড়ে দিলে নির্ঘাত আছড়ে পড়বে নিচে, এ ভয়টাই পাচ্ছে ও।

'আমাকে এখন তুলতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'তুমি হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে পারবে না?' হাঁপাচ্ছে স্যালি। বোধহয় ওকে টেনে তুলতে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে।

'জানি না,' বলল অ্যাডাম। টের পাচ্ছে ধীরে ধীরে পিছলে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। 'তুমি হাত লাগাতে পারছ না, ওয়াচ?'

'চাদরটা বেশি লম্বা নয়,' বলল ওয়াচ। 'তুমি যাই করো না কেন, জলদি করো। স্যালি তোমাকে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারবে না।'

অ্যাডাম চাদর খামচে ধরে প্রাণপণে চেষ্টা করল ঝাঁঝরি বেয়ে ওপরে উঠতে। ঝাঁঝরিটা অনেকটাই ডেবে গেছে। নিচের প্রাণীটা

বোধহয় মজা পেয়ে খ্যাকখ্যাক করে হাসছে। কটূ একটা গন্ধ বাতাসে, গা গুলিয়ে উঠল অ্যাডামের।

'আমি ধরে রাখতে পারছি না,' আর্তনাদ করল ও।

'তোমাকে পারতেই হবে,' বলল স্যালি। 'আমি অমর হবো আর তুমি মরে যাবে তা হতে পারে না। তোমাকে বাকি জীবনটা জ্বালাতে না পারলে আমার জীবনটাই পানসে হয়ে যাবে।'

ঝাঁঝরি এবং চাদর দুটোই পিছলে যাচ্ছে অ্যাডামের হাত থেকে। 'আমি পারছি না,' গুঙিয়ে উঠল ও। 'পড়ে যাচ্ছি।'

'পড়ে গেলে তোমাকে আমি খুন করে ফেলব,' উদ্বেগ নিয়ে বলল স্যালি।

'আরেকটু চেষ্টা করো,' অনুনয় করল সিন্ডি।

'জোরে লাফ দাও।' বলল ওয়াচ। 'এটাই একমাত্র চান্স।'

'ঠিক আছে,' বলল অ্যাডাম। 'আমি তিন গুণব। এক... দুই তিন।'

দুহাত দিয়ে শরীরটাকে ওপরে টেনে তোলার শেষ চেষ্টাটা করল অ্যাডাম। টানের চোটে ঝাঁঝরি আরও নিচে নেমে গেল। তবে স্যালির হাত ধরে ফেলতে পারল অ্যাডাম। শক্ত করে জড়িয়ে ধরল হাত, যেন এর ওপর নির্ভর করছে ওর জীবন। কিন্তু ওর হাতের চাপে ঝাঁঝরিটা এবার পুরোপুরি ছুটে গেল।

ঝনঝন শব্দে নিচে পড়ল ওটা।

নিচ থেকে ভেসে এল তীক্ষ্ণ কণ্ঠের আর্তনাদ—ব্যথা পেয়েছে ওঁৎ পেতে থাকা দানব।

শূন্যে পা ঝুলছে অ্যাডামের। এক হাতে চাদর, অন্য হাতে খামচে ধরে আছে স্যালির হাত। টানের চোটে স্যালি ঝাঁঝরির গর্তের কিনারে চলে এল।

'আমার হাত ছেড়ে দাও।' চেঁচাল অ্যাডাম।

'তোমাকে কিছুতেই ছাড়ব না।' দ্বিগুণ জোরে চেঁচাল স্যালি।

'অবশ্যই ছাড়বে!' গর্জন ছাড়ল অ্যাডাম। 'নইলে আমার সঙ্গে তুমি গর্ত দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যাবে।'

'না!'

অ্যাডামকে ছাড়ল না স্যালি। কিন্তু ওকে ধরে রাখতে গিয়ে সে-ও সরসর করে গড়িয়ে এল গর্তের একদম কিনারে। তারপর অ্যাডামকে নিয়ে গর্ত থেকে ছিটকে পড়ে গেল। নিচে, অন্ধকারে ক্ষুধার্ত লাল চোখ মেলে কেউ অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। ওদেরকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলবে।

# ছয়

সিন্ডি এবং ওয়াচ বসে আছে নিকষ অন্ধকারে। কী ঘটেছে বুঝে উঠতে পারছে না কেউই। হতভম্ব দু'জনেই। স্যালি এবং অ্যাডাম ওদের সবচেয়ে প্রিয় দুই বন্ধু– নেই। গোটা দুনিয়া ওদের কাছে অর্থহীন, নীরস লাগল।

'কিছু দেখতে পাচ্ছ?' সিন্ডি ফিসফিসে গলায় প্রশ্ন করল ওয়াচকে। ওয়াচ ভাঙা ঝাঁঝরির কিনারে উবু হয়ে বসেছে। 'তোমার গায়ের ওপর দিয়ে কিছুই দেখা যাচ্ছে না,' জবাব দিল ওয়াচ। 'অবশ্য তোমার জায়গায় বসা থাকলেও কিছু দেখতে পেতাম কিনা সন্দেহ। আর দেখতে পেলেই বা কী এসে যেত?'

ভাঙা শোনাল সিন্ডির কণ্ঠ। 'ওরা কি মারা গেছে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ওয়াচ। 'আমার তা-ই ধারণা। এত উঁচু থেকে পড়েছে। বেঁচে থাকার কথা নয়।'

চোখে জল এসে গেল সিন্ডির। 'এই ভয়ংকর জায়গায় আমাদের আসাই উচিত হয়নি। আমি তো আসতেও চাইনি।'

'জানি আমি,' বলল ওয়াচ। 'দোষটা আমারই। নিজের স্বার্থ নিয়ে খুব বেশি ভাবছিলাম। আমার কারণে আমার প্রিয় বন্ধুদের মরতে হলো।'

ওর হাত চাপড়ে দিল সিন্ডি। 'এজন্য নিজেকে দোষ দিয়ো না। তুমি চোখে আরেকটু ভালো দেখতে চেয়েছ। এতে দোষের কিছু নেই।'

মাথা নাড়ল ওয়াচ। 'আমি অ্যাডামকে আবার দেখতে চাই, চাই স্যালির কণ্ঠ আবার শুনতে। বিনিময়ে নিজের চোখ দিয়ে দিতেও রাজি আছি।'

ওরা আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে বন্ধুদের জন্য আহাজারি করল। তারপর পাথুরে টানেল ধরে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল। ওদের করারও কিছু নেই। যেতে যেতে কাঁদছে সিন্ডি, তবে ওয়াচ বহুকষ্টে সামলে রেখেছে অশ্রু, যদিও কষ্টে ভেতরটা ছিড়েখুড়ে যাচ্ছে।

মিনিট কুড়ি হামাগুড়ি দিয়ে চলার পরে প্যাসেজওয়েটা হঠাৎ করে নিচের দিকে মোড় নিল। এদিকে ধাতব ধাপ আছে, মইয়ের মতো। ওরা ধাপ বেয়ে নামতে লাগল। ওপরে এতক্ষণ গরম ছিল। কিন্তু নিচে যত নামছে, তাপমাত্রা ততই বেড়ে চলল। নিচে লাল একটা আভা জ্বলছে, মনে হচ্ছে প্যাসেজওয়ের শেষ মাথায় চলে এসেছে ওরা।

'অনেকক্ষণ ধরে নিচে নামছি,' বলল সিন্ডি। বিরতি দিয়েছে ওরা দম নেয়ার জন্য। 'ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না আমার। আমরা নিশ্চয় ডাইনির বেসমেন্টে চলে এসেছি। এখানে হয়তো তার দত্যি-দানোগুলো আছে।'

মাথা ঝাঁকাল ওয়াচ, সিঁড়ির নিচে ধাতব ধাপ ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

'ছেলে বলতে দানবগুলোকেই বুঝিয়েছে সে। এমন কী হতে পারে সে দানবগুলোকে নিষেধ করেছে যাতে আমাদেরকে খেয়ে না ফেলে?'

'আমার সন্দেহ আছে,' তেতো গলায় বলল সিন্ডি। 'ওই তো আমাদেরকে টানেলে ঢুকতে বাধ্য করেছে। অ্যাডাম এবং স্যালির মৃত্যুর জন্য সে-ই দায়ী। এখান থেকে একবার বেরুতে পারি, সোজা পুলিশের কাছে গিয়ে মহিলার বিরুদ্ধে নালিশ করব।'

'পুলিশ কিছুই করবে না,' বলল ওয়াচ, 'তারা অ্যান টেম্পলটনকে ভয় পায়।' নিচের লাল আলোর দিকে ইঙ্গিত করল। 'এখানে সারাক্ষণ ঝুলে থাকলে চলবে না। নিচে নামো। দানব থাকলে ওগুলোর মোকাবেলা করব। ইস্, যদি একটা অস্ত্র থাকত।'

'ওদেরকে খালি হাতে মোকাবেলা করতে পারবে না?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

'সম্ভব না।' জবাব দিল ওয়াচ। সিন্ডির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। 'তোমার গা থেকে আলো ফুটে বেরুচ্ছে। দানবদের চোখ এড়িয়ে তোমাকে লুকিয়ে রাখতে ঝামেলাই হবে।'

সিন্ডি নিজের দিকে তাকাল। ঠিকই বলেছে ওয়াচ। প্রতি মিনিটে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে ওর ত্বক। স্বচ্ছ হয়ে আসছে।

'দানব যদি আমাকে ধরতে আসে তো ধরবে,' বলল সিন্ডি।

'আমাকে বাঁচাতে তোমার নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতে হবে না।' মাথা নাড়ল ওয়াচ। 'স্যালি কি অ্যাডামকে রক্ষা করার চেষ্টা করেনি? জানত অ্যাডামকে ছেড়ে দিলে সে বেঁচে যাবে। কিন্তু অ্যাডামের জন্য ও জীবন দিয়েছে। আমি তোমাকে কী করে ফেলে রেখে যাব?'

চোখের জল মুছল সিন্ডি হাতের চেটো দিয়ে। 'মেয়েটির সত্যি খুব সাহস ছিল।'

প্যাসেজওয়ের শেষ পথটুকু নেমে এল ওরা। লাল আলোটা ওদের গাইড হিসেবে কাজ করছে। প্যাসেজওয়ে থেকে বেরিয়ে এল অবশেষে। দেখল পাথরের চওড়া একটা গুহায় চলে এসেছে, খালি। ডানদিক থেকে লাল আলোটা আসছে। বামদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

'ভূতুড়ে গুহার কথা মনে পড়ছে আমার,' বলল সিন্ডি।

'কিন্তু এটা সে গুহা নয়,' বলল ওয়াচ। 'এ গুহা অতটা গভীর নয়। টানেলটাকে পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে।'

'একটা কাজ করি চলো,' বলল সিন্ডি। 'আমরা গুহার ভেতরে যাব। যেমন গিয়েছিলাম ভূতুড়ে গুহায়। তারপর বেরোবার কোনও না কোনও রাস্তা খুঁজে পাবই।'

'যেতে অসুবিধে নেই,' বলল ওয়াচ। 'কিন্তু কোন্ দিকে যাব বুঝতে পারছি না।' দুদিকেই তাকল ও। 'আলোর দিকে যাবে নাকি অন্ধকারে?'

লাল আলোর দিকে আঙুল তুলে দেখাল সিন্ডি। 'ওইদিকে যাব। তুমি হয়তো অন্ধকারে দেখতে পাও। কিন্তু আমি দেখতে পাই না।'

'ঠিক আছে,' সায় দিল ওয়াচ। জামার আস্তিন দেখছে। শার্টতো ছিঁড়ে যাবে দেখছি। আমার হাতের পেশী আরও ফুলে উঠেছে।'

মাথা ঝাঁকাল সিন্ডি। 'তুমি লম্বা হচ্ছো না তবে শরীর ফুলছে। বাজি ধরতে পারি তুমি একাই এক ডজন দানব ধরাশায়ী করতে পারবে।'

ওরা পা বাড়াল সামনে, লাল আলো লক্ষ্য করে। ওটার ঔজ্জ্বল্য বেড়েছে, সেই সঙ্গে তাপমাত্রাও। সামনে, ভৌতিক লাল আলো ভেদ করে প্রকাণ্ড একটি ঘর চোখে পড়ল ওদের। গিরিখাদের মতো। ঘরে ধাতব জিনিসপত্র আছে, কালো কালো মূর্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদেরকে দেখে ফেলল মূর্তিগুলো। হুংকার দিয়ে উঠল। তারপর ছুটে আসতে লাগল ওদেরকে লক্ষ্য করে।

হাতে বর্শা।

এবং ওরা মানুষ নয়।

# সাত

অ্যাডাম এবং স্যালি মারা যায়নি। আর অত ওপর থেকে পড়ে গিয়ে ওদের হাতপাও ভাঙেনি। আসলে ওরা মাটিতে আছড়ে পড়েনি। পড়েছে প্রকাণ্ড একটি জালের মধ্যে। তবে সমস্যা হলো জালটি আঠালো এবং চটচটে। আঠার মতো লেগে আছে গায়ে।

ওরা শুনতে পেল খসখসে একটি শব্দ। সম্ভবত এ জাল যার সৃষ্টি সেই মাকড়সা আসছে ওদেরকে খেয়ে ফেলতে।

'এত বড় জাল যে তৈরি করেছে সে আকারে প্রকাণ্ড না হয়েই যায় না,' বলল অ্যাডাম।

'আর বিষাক্ত তো বটেই,' মুখ অন্ধকার করে বলল স্যালি।

'তুমি নড়াচড়া করতে পারছ?'

'তেমন না। তুমি?'

'আমার সারা গায়ে আঠা। চুল, হাত-পা কিছুই বাদ নেই। যেন আঠার পুকুরে গোসল করেছি। মাকড়সাটাকে দেখতে পাচ্ছ?'

'না,' বলল অ্যাডাম। 'তবে নির্ঘাত ওটা কাছে পিঠে চলে এসেছে।'

'খুবই খারাপ কথা,' বলল স্যালি।

'একটা কথা, বলল অ্যাডাম। 'আমি পড়ে যাওয়ার সময় আমাকে ধরে রাখার জন্য ধন্যবাদ। খুব সাহস দেখিয়েছ তুমি।'

'ধন্যবাদ। তবে মনে হয় বোকার মতো হয়ে গেছে কাজটা।'

'সাহসের কাজগুলো বেশিরভাগ বোকার মতোই হয়ে যায়,' বলল অ্যাডাম। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে ও—ওভাবেই থাকল। কারণ নড়াচড়ার জো নেই। ওপরে থাকাকালীন ঝাঁঝরির ফাঁক দিয়ে যে গন্ধটা নাকে ঝাপটা মারছিল ওটার তীব্রতা এখন বেড়ে গেছে কয়েকগুণ। পঁচা ডিমের গন্ধ— দম বন্ধ করে দেয়।

এখানে অন্ধকার, পিচের মতো কালো অন্ধকার।

ডানপাশ দিয়ে চট্‌চট শব্দ আসছে।

বাম দিক থেকে কড়মড় আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

'ওহ্ না,' ককিয়ে উঠল স্যালি। 'দুটো মাকড়সা।'

'কে আগে আমাদের খাবে এ নিয়ে হয়তো ওদের মধ্যে মারামারি শুরু হয়ে যাবে,' আশা নিয়ে বলল অ্যাডাম।

'ওরা এখানে একসঙ্গে বাস করে,' বলল স্যালি। 'আমাদেরকে কে আগে খাবে এ বিতণ্ডায় জড়াবে না। আমাদের কম্ম সাবাড়।'

'ওভাবে বোলো না। হতাশ হয়ে যাই।' হঠাৎ অ্যাডামের মাথায় একটি বুদ্ধি এল। 'তোমার পকেটে কি লাইটারটা আছে?'

'আছে। কেন?'

'আগুন দিয়ে জাল পোড়াব,' বলল অ্যাডাম। 'পকেটে হাত ঢোকাতে পারবে?'

'পারব বোধহয়,' বলল স্যালি। চটচট শব্দটা আরও জোরালো হয়ে উঠেছে। 'কিন্তু জাল পুড়িয়ে ফেললে তো নিচে পড়ে যাব।'

'মাকড়সার খাবার হওয়ার চেয়ে নিচে পড়ে যাওয়া অনেক ভালো,' বলল অ্যাডাম।

'ঠিক বলেছ,' পকেট থেকে লাইটার বের করল স্যালি। কমলা রঙের ছোট্ট শিখার আলোয় দেখতে পেল দুটো মাকড়সা এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। ভয়ংকর চেহারা। দুটোই ভেড়ার মতো মোটা, রোমশ হাত-পা, ধারাল দাড়া। আগুন দেখে হতভম্ব হয়ে পড়ল কুৎসিত প্রাণী দুটো। থমকে গেল। শিখার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল লাল চোখ মেলে। তবে ঘুরলও না কিংবা পালিয়েও গেল না। ওদের বিকট দর্শন মুখ দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় সবুজ বিষ গড়িয়ে নামছে।

মাকড়সার জালটা কালো মেঝে থেকে মাত্র এক মিটার উঁচুতে ঝুলছে।

ওরা যদি জালে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে, নিচে ছিটকে পড়লেও তেমন সমস্যা হবে না। সহজেই ছুটে পালাতে পারবে।

'জালের নিচে শিখা ধরো,' বলল অ্যাডাম। 'দ্যাখো আগুন লাগে কিনা।'

'চেষ্টা করছি,' বলল স্যালি। আঠা দিয়ে আটকানো ডান হাতটা। বহু কষ্টে জালের নিচে নিয়ে এল ও। আনন্দ এবং বিস্ময় নিয়ে দেখল জালে আগুন ধরে গেছে। পুড়ে কুকড়ে যেতে লাগল জালের সুতো। স্যালির ডান হাত মুক্ত হয়ে গেল। এবার বাম হাতে বাঁধা আঠালো সুতো পুড়িয়ে ফেলল স্যালি। মাকড়সা দুটো মুখ দিয়ে ক্রুদ্ধ আওয়াজ করল। আবার এগিয়ে আসতে লাগল ওদের দিকে।

'জলদি,' বলল অ্যাডাম। 'ওরা আসছে।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল স্যালি। বাম হাতটা মুক্ত হয়ে গেল। এবার গোড়ালির সুতো পোড়াল ও। একটা মাকড়সা দাড়া বাগিয়ে একদম ওর কাছে চলে এল।

'সাবধান!' চেঁচিয়ে উঠল অ্যাডাম।

'ভাগ হারামজাদা!' বলে জুতো পরা পা দিয়ে মাকড়সার মুখে সজোরে লাথি কষল স্যালি। পিছিয়ে গেল মাকড়সা। সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে আর্তনাদ করে উঠল। এদিকে মাকড়সার জাল থেকে দু-পাই মুক্ত করে ফেলেছে স্যালি। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে নেমে এল মেঝেতে। অ্যাডাম তখন লক্ষ করল স্যালিকে ছয় বছরের বাচ্চাদের মতো লাগছে দেখতে।

'তুমি তো ছোট হয়ে যাচ্ছ,' বলল ও।

স্যালি দ্রুত চলে এল অ্যাডামের পাশে। 'আমাকে অপমান করার এটা একটা সময় হলো?'

'দুঃখিত,' বলল অ্যাডাম।

স্যালি অ্যাডামের জাল পোড়াতে লাগল লাইটার দিয়ে।

'আমার সব সময় সঙ্গে একটা লাইটার রাখা উচিত,' বলল অ্যাডাম।

'এ জিনিসটা বহুবার আমাদের জীবন বাঁচিয়েছে।'

'বিশটা লাইটার প্যাকেট কিনতে পারবে দু'ডলারেরও কম দামে,' বলল স্যালি।

হঠাৎ মাকড়সা দুটো ওদের লক্ষ্য করে ছুটে আসতে লাগল।

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল অ্যাডাম। 'আমাকে একটা লাঠিটাঠি কিছু দাও।' চেঁচাল ও। 'ওরা আসছে।'

'আমরা পাতাল ঘরে। এখানে লাঠি নেই।'

'তাহলে একটা পাথর নিয়ে এসো!' চিৎকার করল অ্যাডাম।

মাকড়সা দুটো আর তিন মিটার দূরে। 'যা জোগাড় করতে পারো নিয়ে এসো! ওরা আমার গায়ে বিষাক্ত হুল ফোটালে আর বাঁচব না।'

চারপাশে তাকাল স্যালি। কাছের দেয়ালে আলগা কয়েকটি ইট দেখতে পেলো। ইটগুলো নিয়ে চরকির মতো ঘুরল ও, ছুঁড়ে মারল মাকড়সার গায়ে। একটা ইট একটা মাকড়সার চোখে আঘাত হানল। দ্বিতীয় ইট ভেঙে দিল অপর মাকড়সার দাঁড়া। যন্ত্রণায় কিচকিচ করে ওঠল ওরা। সেঁধুলো দেয়ালের কিনারে। স্যালি লাইটার নিয়ে আবার কাজে লেগে গেল।

'তোমার কাছে ঋণী হয়ে গেলাম,' বলল অ্যাডাম।

'তুমি আমার কাছে এক ডজনবার ঋণী হয়েছ,' বলল স্যালি।

মিনিটখানেক বাদে আঠালো জাল থেকে মুক্ত হলো অ্যাডাম।

স্যালির পাশে খাড়া হলো। চারপাশে তাকিয়ে বুঝতে পারল এটা ঠিক পাতাল ঘর নয়, ডানদিকে চওড়া একটা গুহা। ওদিকে মাকড়সার বাসা। ওরা ছুটল। ছুটতে ছুটতে দেয়াল ঘেঁষে বসে থাকা মাকড়সাগুলোর দিকে ঘুরে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল স্যালি। এরপর থেকে সঙ্গে পোকা মারার ওষুধ রাখব।'

সুড়ঙ্গ চলে গেছে একটি পাথুরে মই বরাবর, দেয়ালের সঙ্গে আটকানো। সুড়ঙ্গ সামনের দিকে বিস্তৃত হয়ে আছে। তবে ওরা সিদ্ধান্ত নিল মই বেয়ে ওপরে উঠবে। মই বাইতে গিয়ে একটা ধাক্কা খেল স্যালি। মই বেয়ে উঠতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে।

'কারণ তুমি খাঁটো হয়ে যাচ্ছ,' স্যালির পেছন পেছন মই বেয়ে উঠতে উঠতে বলল অ্যাডাম।

'আমি তা জানি। কথাটা বারবার বলতে হবে না,' একটু থামল স্যালি। 'আরি, তোমার গলার স্বর কেমন গমগমে শোনাচ্ছে।'

'হুঁ। টিনেজারদের মতো।'

'মোটেই না,' বলল স্যালি। 'প্রাপ্তবয়স্কদের মতো শোনাচ্ছে।'

অনেকগুলো ধাপ বেয়ে ওরা পাথুরে মইয়ের মাথায় উঠে এল। এখানে আরেকটা পাথুরে সুড়ঙ্গ। তবে এটা অন্যগুলোর থেকে আলাদা। ভূতুড়ে বেগুনি আলো জ্বলছে সুড়ঙ্গে, আগেরগুলোর চেয়ে পরিচ্ছন্ন। ধূপের একটা গন্ধ আসছে। সবুজ আলো লক্ষ্য করে ওরা এগোল। অ্যাডামের মনে হলো যেন জাদুর গুহায় ঢুকছে।

'এরকম রঙিন গুহা কোনও দিন দেখিনি,' বলল ও।

'হ্যাঁ, বেশ সুন্দর,' বলল স্যালি। 'তবে এটা ফাঁদও হতে পারে। কাজেই সাবধান।'

ওরা মোচা আকারের বড় একটি ঘরে ঢুকে পড়ল।

এ ঘরে ঝোপঝাড়, গাছ এবং ঘাস আছে। বেগুনি আলোটা সম্ভবত ছাদ থেকে আসছে। ঘরে একটি গোল পুকুরও আছে। খুদে হ্রদের মাঝখানে লম্বা, কালো কোঁকড়ানো চুলের বছর দশেকের একটি মেয়ে বসে আছে। ওরা ঘরে ঢোকামাত্র চোখ খুলে তাকাল সে। যেন গভীর ধ্যান থেকে জেগে উঠেছে। অ্যান টেম্পলটনের মতো সবুজ তার চোখ, তবে হাসিটি অবিশ্বাস্য রকমের সুন্দর। দেখেই মনে হলো এ মেয়ের কাজই হচ্ছে পরের উপকার করা।

'হ্যালো,' মিষ্টি গলায় বলল সে। 'আমার নাম মিরিন, তোমরা কে?'

## আট

বিশালদেহী, কুৎসিত একদল দানব বন্দী করেছে সিন্ডি এবং ওয়াচকে। দানবগুলোর হাতে নানান অস্ত্র—বর্শা, তরবারি, তীর এবং ছুরি। ওরা সিন্ডি এবং ওয়াচকে টানতে টানতে গিরিগুহার মধ্যে নিয়ে চলল। ওখানে আরও দানব রয়েছে। তারা অদ্ভুত চেহারার কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্ত। তারা সিন্ডি এবং ওয়াচকে দেখে কাজ থামিয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ওদেরকে টগবগ করে ফুটতে থাকা একটি পুকুরের পাশে নিয়ে এল দানবের দল। পুকুরে টগবগ করে ফুটছে লাল টকটকে আভা। এর আলোই দূর থেকে দেখেছে ওরা। সম্ভবত পুকুরের লাভা বড়বড় যন্ত্রগুলোর জ্বালানি হিসেবে কাজ করে।

সিন্ডি এবং ওয়াচ পরস্পরের দিকে শুকনো চেহারা নিয়ে তাকাল। সন্দেহ নেই লাভার পুকুরে ওদেরকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হবে অথবা দানবগুলো ওর ওপর ওদেরকে ঝলসাবে।

'তুমি পালাতে পারবে?' নিচু গলায় প্রশ্ন করল সিন্ডি।

মাথা নাড়ল ওয়াচ। 'ওরা সংখ্যায় অনেক।'

'চুপ!' চেঁচিয়ে উঠল এক দানব। তরবারির সুচাল ডগা ঠেকাল ওয়াচের গলায়। 'তোমাদেরকে কথা বলার অনুমতি দেয়া হয়নি।'

'দুঃখিত,' বলল ওয়াচ। 'জানতাম না দানবরা ইংরেজিতে কথা বলতে পারে।'

কথাটা শুনে মজা পেয়েছে দানব, হাসল সে। সঙ্গীদের মতো তারও ভোঁতা চেহারা, রোমশ মোটা নাক, আঁশঅলা গায়ের চামড়া, যেন গিরগিটি। তবে অন্যদের চেয়ে আকারে বেশ বড় সে, সম্ভবত ওদের নেতা। তার বুকে স্টেনলেস স্টিলের ব্রেস্টপ্লেট। সে সিন্ডি এবং ওয়াচের

সামনে এমনভাবে পায়চারি করছে যেন ওরা দুজন তার ট্রফি, খেলায় জিতে নিয়ে এসেছে।

'আমাদের বস তোমাদের মানুষের ভাষায় আমাদেরকে কথা বলতে শিখিয়েছেন, বলল দানব সর্দার। 'বলেছেন ভবিষ্যতে নাকি কাজে লাগবে। মানে আমরা যখন বাইরের পৃথিবীতে যাব এবং তোমাদের সবকটাকে ধরে ধরে ক্রীতদাস বানাব।'

'তা কখনোই পারবে না,' বলল সিভি। 'আমাদের মেরিন নামে একটা দল আছে। তারা তোমাদের নোংরা পাছায় লাথি মারবে।'

পায়চারি বন্ধ হয়ে গেল দানবের। 'এই মেরিন কারা?'

'তারা খুব শক্তিশালী,' জবাব দিল ওয়াচ। 'তোমাদের এসব সেকেলে বর্শা এবং তরবারির চেয়ে ঢের ভালো অস্ত্র আছে তাদের কাছে। তোমার জায়গায় আমি হলে এখান থেকে একপাও কোথাও যেতাম না। মেরিনরা একদিন তোমাদের সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।'

'এই মেরিনরা কি মানুষ?' জিজ্ঞেস করল দানব সর্দার।

'তারা মানব-সৈনিক,' জবাব দিল সিভি। 'তারা সবসময়ই যুদ্ধে যেতে এবং শত্রুদের পরাজিত না করা পর্যন্ত লড়াই ছাড়ে না।' খুশি খুশি গলায় যোগ করল ও। 'তারা আমাদের ভালো বন্ধু। আমাদের গায়ে যদি তোমরা হাত তোলো তাহলে তারা তোমাদেরকে ছাড়বে না।'

'হ্যাঁ, কাজেই আমাদেরকে ছেড়ে দাও,' বলল ওয়াচ। 'আমাদেরকে যদি খেয়ে ফেলো, আমার বন্ধুরা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে।'

ওদের হুমকি পাত্তা দিল না দানব। 'এখানে তোমাদেরকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। তোমাদেরকে দিয়ে আমরা ডিনার করব। ভালো কথা, আমার নাম বেলফার্ট।'

'আমি ওয়াচ আর ও হলো সিভি,' বলল ওয়াচ।

'তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, বেলফার্ট,' বলল সিভি।

'আমাদেরকে কি তোমাদের খেতেই হবে? আমাদেরকে ছেড়ে দাও। কথা দিচ্ছি মুদি দোকান থেকে তাজা মাংস নিয়ে আসব।'

নাক সিঁটকাল বেলফার্ট। 'আমরা গরুর মাংস খাই না। মানুষের মাংসের স্বাদ অনেক বেশি।' সিভির গায়ে তরবারি দিয়ে হালকা খোঁচা লাগাল সে। 'আমি একাই তোমাকে খেয়ে ফেলব।'

সিন্ডি ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল তরবারি, থুথু ছিটাল বেলফার্টকে। 'তাহলে আমাদের দু'জনকেই মেরে ফেলে ঝামেলা শেষ করো। তোমার মুখ দিয়ে বিশ্রী গন্ধ আসছে। আমার গা গোলাচ্ছে।'

লম্বা, বেগুনি জিভ বের করে থুতু মুছে ফেলল বেলফার্ট। 'এত জলদি নয়। আগে ভোটের ব্যবস্থা করব। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী।' সে অন্য দানবদের দিকে ফিরল। তারপর ওদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলতে লাগল। ওদেরকে কীভাবে রান্না করা হবে? হাঁক ছাড়ল বেলফার্ট।

আধ ডজন দানব সোৎসাহে প্রস্তাব দিল সিন্ডি এবং ওয়াচকে তারা রোস্ট করে খাবে। আধ ডজন বলল তারা কাবাব বানিয়ে খেতে আগ্রহী। বাকিরা সেদ্ধ করে খাওয়ার পক্ষে। কয়েকজন আবার জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে খেতে চাইল। এ নিয়ে মহাতর্ক শুরু হয়ে গেল। এমন ঝগড়া বেধে গেল ওদের ওপর নিয়ন্ত্রণই থাকল না বেলফার্টের। অনেকেই তরবারি বের করল খাপ খুলে। তাদের চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল বন্দীদের কীভাবে খাওয়া হবে সে ব্যাপারে তাদের প্রস্তাব মানা না হলে প্রতিবাদে তারা জীবন দিতেও রাজি। সিন্ডি ওয়াচের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'এ তো খুব বিশ্রী একটা অবস্থা হয়ে গেল,' মন্তব্য করল সিন্ডি।

'আমাদের একটা প্ল্যান করা দরকার।'

'ওদেরকে বলব খাওয়ার আগে যেন আমাদেরকে হত্যা করে,' বলল ওয়াচ।

'এটা কোনও প্ল্যান হলো না। অ্যাডাম আর স্যালি এখানে থাকলে মারামরি না করে হাল ছেড়ে দিত না।'

'ওদের সঙ্গে মারামারি করতে গেলে দুজনেই মরব,' বলল ওয়াচ।

'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে,' বলল সিন্ডি। সে দলনেতাকে ডাকল। 'বেলফার্ট আমাদেরকে তোমরা কীভাবে খাবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে একটা কথা তোমাদেরকে বলতে চাই।'

বেলফার্ট দলটার উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠল। ওদেরকে চুপ করে থাকতে বলল। সিন্ডি দলের সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল,

'আমি জানি তোমরা সবাই ক্ষুধার্ত। এও জানি এ মুহূর্তে রোস্ট করা মানুষের মাংসের সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা হতে পারে না।'

'সেদ্ধ করা মানুষের মাংস অনেক ভালো,' চেঁচাল এক দানব।

'গ্রিল করা মাংস!' গলা ফাটাল আরেক দানব।

'ছাল ছাড়ানো!' চিৎকার দিল আরেক দানব।

'সে যাই হোক,' বলল সিন্ডি। 'তোমরা আমাদেরকে খেতে চাইছ এবং আমি তা বুঝতে পারছি। তবে তোমাদেরকে একটা কথা বলতে চাই।' এক মুহূর্ত বিরতি দিল।

'আমি এবং আমার বন্ধু অসুস্থ। আমাদেরকে যদি তোমরা খাও তোমরাও অসুস্থ হয়ে পড়বে।'

বেলফার্ট এককদম এগিয়ে এল, সিন্ডির গায়ের গন্ধ শুঁকল।

'তোমাকে দেখে অসুস্থ মনে হচ্ছে না।'

'কিন্তু আমি অসুস্থ, বলল সিন্ডি।' ওয়াচও। আমাদের হাম হয়েছে।

'আমার আগেই হাম হয়েছে,' বলল ওয়াচ।

'আবার হতে পারে,' দ্রুত বলল সিন্ডি। 'যদি ভেবে থাকো আমরা মিথ্যা বলছি, তাহলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। দেখবে আমাদের সমস্ত শরীর লাল ফুটকিতে ভরে গেছে।

ওদের কথায় চিড়ে ভিজল না। বেলফার্ট বলল, 'কিন্তু আমাদের এখন খিদে পেয়েছে।'

'তা ঠিক আছে,' ধৈর্য নিয়ে বলল সিন্ডি। 'কিন্তু তুমি নিশ্চয় অসুস্থ হতে চাইবে না। হাম খুব খতরনাক জিনিস। একবার হামে ধরেছে কী, মেয়ে দানবগুলো তোমার ধারে কাছেও ঘেষতে চাইবে না।'

শুনে সবাই শিউরে উঠল। বেলফার্ট আঁশঅলা হাতটা মোটা চোয়ালে রেখে চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, 'লাল ফুটকি ফুটতে কতক্ষণ লাগবে?'

'ঘন্টা কয়েক,' বলল সিন্ডি। 'ততক্ষণ অপেক্ষা করো। নিজেরাই দেখতে পাবে।'

'আচ্ছা অপেক্ষা করে দেখি তারপর ওদেরকে ভেজে খাবো!' বলল এক দানব।

'না!' পেছন থেকে আরেক দানব প্রতিবাদ করল।

'ওদেরকে মাইক্রোওয়েভে ঢোকাব!'

'ওরা মাইক্রোওয়েভ পেল কোত্থেকে?' বিড়বিড় করল ওয়াচ।

'সবাই চুপ।' খেঁকিয়ে উঠল বেলফার্ট। ওদেরকে আমরা জেলখানায় আটকে রাখব। দেখব সত্যি ওরা অসুস্থ কিনা। যদি অসুস্থ না হয় তারপর কীভাবে ওদেরকে খাওয়া হবে তা নিয়ে তর্ক করা যাবে।'

সিন্ডি ওয়াচের দিকে ঝুঁকে এল। ফিসফিস করে বলল, 'কিছুক্ষণ সময় তো পাওয়া গেল।'

অন্ধকার মুখে মাথা ঝাঁকাল ওয়াচ। 'কিন্তু ওদের কবল থেকে তো আর রক্ষা পাব না।'

# নয়

'আমি অ্যাডাম। আর এ স্যালি। অদ্ভুত মেয়েটিকে বলল অ্যাডাম। 'তুমি এখানে কী করছ?'

'এখানেই আমি থাকি।' পুকুরের মাঝখানে সিধে হলো মিরিন। সামান্য মাথা হেলাতেই পানির ওপর সার বেঁধে ভেসে উঠল অনেকগুলো পাথর, একটা রাস্তা তৈরি হয়ে গেল। পাথুরে রাস্তায় পা বাড়াল মিরিন। তার পরনে ধূসর রঙের আলখেল্লা, অ্যান টেম্পলটনের মত। 'তোমরা এখানে কী করছ?'

'এক ডাইনি আমাদেরকে এ প্রাসাদে ফাঁদে ফেলেছে,' ক্রুদ্ধ গলায় বলল স্যালি। 'তুমিও ওর খপ্পরে পড়েছ নাকি?'

বিস্মিত দেখাল মিরিনকে। তার মুখখানা সুন্দর হলেও অ্যান টেম্পলটনের মতোই বিবর্ণ এবং ম্রিয়মান। যেন পাথর দিয়ে তৈরি, চেহারায় কোনও ভাব ফোটে না।

'কোন্ ডাইনির কথা বলছ তোমরা?' জিজ্ঞেস করল সে।

'অ্যান টেম্পলটন,' বলল অ্যাডাম। 'সে আমাদেরকে কয়েকটা জাদুর নেকলেস দিয়েছে। নেকলেসগুলো এখন খুলতে পারছি না। এখান থেকে বেরোবার রাস্তাও খুঁজে পাচ্ছি না।'

হাসল মিরিন। 'অ্যান টেম্পলটন ডাইনি নয়। তোমরা ওকে ডাইনি বলছ কেন?'

'তুমি ওকে কী বলো?' কিচকিচে গলায় প্রশ্ন করল স্যালি।

সে এখন চার বছরের বাচ্চার মতো ছোট হয়ে গেছে আকারে। আর অ্যাডামের বয়স ধা ধা করে বাড়ছে। পঁয়ত্রিশের কোঠায় দঁড়িয়েছে তার বয়স। শিগগিরই হয়তো তাকে বাত রোগে পেয়ে বসবে এবং সে ঠিকমত হাঁটাচলাও করতে পারবে না।

'আমি ওকে মা ডাকি,' জবাব দিল মিরিন।

বিমূঢ় হয়ে পড়ল ওরা। 'তুমি অ্যান টেম্পলটনের মেয়ে?' জানতে চাইল স্যালি।

ডাইনির সঙ্গে মিরিনের চেহারার যথেষ্ট মিল আছে। তবে মিরিনের চেহারায় অদ্ভুত একটা জ্যোতি আছে যেটা অ্যানের চেহারায় নেই।

'তোমার বাবা কে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

করুণ দেখাল মিরিনের চেহারা। 'ফালটোরিন। তবে বাবাকে কোনদিনও দেখিনি আমি।'

'কেন?' জিজ্ঞেস সরল স্যালি। 'তোমার মা কি তাকে মেরে ফেলেছে?'

'না,' বলল মিরিন। 'আমার মা তাকে মারবে কেন?'

'কিন্তু সে আমাদেরকে মেরে ফেলতে চাইছে,' বলল স্যালি।

'আমার বাবা বেঁচে আছে এবং ভালোই আছে,' বলল মিরিন। 'তবে সে এখানে থাকে না।'

'কোথায় থাকে?' জানতে চাইল অ্যাডাম।

'অন্য আরেক গ্রহে,' জবাব দিল মিরিন।

জোরে হেসে উঠল স্যালি। 'বলতে খারাপ লাগছে, মিরিন, তবু বলছি, এটা হলো পুরানো যুক্তি। তোমার বাবা একদিন বাসা থেকে বেরিয়ে গেছে। তারপর আর ফেরেনি। অবশ্য এ ভৌতিক প্রাসাদে থাকতে না চাইবার জন্য তাকে দোষ দেয়াও যায় না।'

'ওর বাবা অন্য গ্রহে চলেও যেতে পারে, বলল অ্যাডাম।' মনে আছে বাম বলেছিল অ্যান টেম্পলটন এবং তার পরিবার প্লিয়াডিস নক্ষত্রপুঞ্জের নক্ষত্র বাসিন্দাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত?

'প্লিয়াডিস,' মিরিনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল কথাটি শুনে।

'ওটাই। আমার বাবা ওখানেই থাকে।'

'তুমি বললে তুমি নাকি তাকে কখনও দেখনি,' বলল স্যালি।

'এটা কী করে হয় সে তোমাকে কখনও দেখতে আসে নি? তার স্পেসশিপ নেই?'

'বাবা একটি গোটা স্পেসশিপের বহর চালায়,' জানাল মিরিন। 'তবে মা বলেছে বাবার এখনও ফেরার সময় হয়নি।

তোমার মা যা বলে সব কথা বিশ্বাস করার কারণ নেই,' বলল স্যালি।

'তোমাকে তো বললামই অ্যান টেম্পলটন আমাদেরকে এখানে আটকে রেখেছে,' বলল অ্যাডাম। 'কাজেই নিশ্চয় বুঝতে পারছ তাকে আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না।' বিরতি দিল ও। 'তবে তুমি আমাদের প্রায় সমবয়েসী। আমরা তোমাকে বিশ্বাস করতে চাই।'

'কিন্তু আমার চেয়ে তোমার বয়স অনেক বেশি অ্যাডাম,' বলল মিরিন। 'আর স্যালি আমার চেয়ে অনেক ছোট।'

'কিন্তু কিছুক্ষণ আগেও এরকম ছিলাম না আমরা,' বিড়বিড় করল স্যালি।

'গলার এ নেকলেসের কারণে আমার বয়স বেড়ে যাচ্ছে আর ওর বয়স কমছে,' ব্যাখ্যা করল অ্যাডাম। 'এর ভেতরে জাদুর পাথর আছে।' এক মুহূর্তের জন্য থামল ও। 'তুমি কি বলতে পারবে নেকলেসগুলো খুলব কীভাবে?'

'চেষ্টা করে দেখতে পারি,' বলল মিরিন, এগিয়ে এল কাছে। অ্যাডামের নেকলেসে হাত রেখে চোখ বুজল, পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকল। ফিসফিস করে মন্ত্র পড়ছে। অ্যাডাম এবং স্যালি মন্ত্রের একটা শব্দও বুঝতে পারল না। চোখ খুলল মিরিন, নেকলেস খোলার চেষ্টা করল, কিন্তু ব্যর্থ হলো। 'এতে শক্তিশালী জাদু আছে,' বলল ও। 'খুলতে পারছি না। তবে মা পারবে।'

'যদি খুলতে মন চায় তার,' বিড়বিড় করল স্যালি।

'তোমার মা বলেছে আমরা এখান থেকে বেরুতে না পারলে এ নেকলেসও নাকি খুলতে পারব না।' বলল অ্যাডাম।

'কাজেই এখান থেকে আগে বেরুতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্যালি হয়ে যাবে দুধের বাচ্চা আর আমার বয়স হবে চল্লিশ। দৌড়াদৌড়িও করতে পারব না।' বিরতি দিল সে।

'তুমি এখান থেকে বেরুবার রাস্তা জানো, জানো না?'

চোখ পিটপিট করল মিরিন, 'না।'

'কিন্তু তুমি তো এখানেই থাকো,' রেগে গেল স্যালি। 'নিজেই বলেছ।'

'কিন্তু আমি কোনদিনও বাইরে যাই নি,' বলল মিরিন।

'কেন?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'মা বলেছে বাইরে যাওয়ার সময় হয়নি এখনও,' জবাব দিল মিরিন। 'বলেছে বাইরের জগৎ নিষ্ঠুর এবং বর্বর জায়গা।

'তোমাদের বেসমেন্টে যে দত্যি দানবগুলো আছে, তারা কী রকম?' বলল স্যালি। 'ওদের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হয়েছে আমার। তাদেরকে আমার মোটেই আন্তরিক মনে হয়নি।'

'ওরা আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করে,' বলল মিরিন।

'আর বিষাক্ত, প্রকাণ্ড মাকড়সাগুলো?' বলল স্যালি। 'বোলো না যে ওরাও তোমাকে খুব পছন্দ করে।'

'না, ওরা দুষ্টু। ওদের সামনাসামনি না পড়াই ভালো।'

'শোনো,' বলল অ্যাডাম। 'তুমি দত্যি আর মাকড়সাদের পছন্দ করো কি করো না তা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নেই। আমরা আমাদের বন্ধুদের খুঁজে পেতে চাই এবং এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে চাই।'

'তোমার বন্ধুরা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল মিরিন।

'জানি না,' বলল স্যালি। 'মাকড়সার আস্তানায় ছিটকে পড়ার সময় ওদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই আমরা। ওরা নিশ্চয় দানবগুলোর কবলে পড়েছে।'

'খিদে পেলে দানবদেরকে সামাল দেয়া খুব কঠিন,' বলল মিরিন। 'চলো, ওদেরকে খুঁজে বের করি। তারপর এখান থেকে বেরুবার রাস্তা খুঁজব।'

# দশ

একটা বিশ্রী কুঠুরীতে সিন্ডি এবং ওয়াচকে আটকে রেখেছে বেলফার্ট। কুঠুরীটা স্যাতসেঁতে, বদ গন্ধ আসছে। দেয়ালের এক কিনারে শেকল দিয়ে বাঁধা একটি নর-কংকাল। আকার দেখে বোঝা যায় ওদের বয়েসী। ছেলে বা মেয়ে যে-ই হোক, ওকে নিশ্চয় খেয়ে ফেলেছে দানবের দল। বেলফার্ট ওদেরকে বিপরীত দেয়ালে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখল।

'কংকালটা বোধহয় জেমস হ্যাস্টাফিল্ডের,' বলল ওয়াচ। শোনা যায় এ প্রাসাদে এসেছিল সে গত বছর। তারপর থেকে তার আর কোনও খবর নেই।'

'তুমি ওর সঙ্গে পড়তে নাকি?' জানতে চাইল সিন্ডি। সে স্পুকসভিলের স্কুলে এখনও ভর্তি হয়নি।

'হুঁ। স্যালি এবং আমার সঙ্গে একই স্কুলে পড়ত সে। ভালোই ছিল বাচ্চাটা। বেশ মোটাসোটা। এজন্যই বোধহয় দানবরা ওকে পছন্দ করেছে।'

'আমি বুঝিনা এ শহরের মানুষজন কেউ অদৃশ্য হয়ে গেলেও ব্যাপারটা স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয় কী করে,' বলল সিন্ডি।

কাঁধ ঝাঁকাল ওয়াচ। 'আকছার ঘটছে এরকম ঘটনা। এখানকার মানুষজন এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সিন্ডি। 'আমাকে যদি সত্যি দানবরা খেয়ে ফেলে, মা খুবই কষ্ট পাবে। মা আমাকে ডিনার করার জন্য তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে বলেছিল।'

'আমি আমার মার সঙ্গে বহুদিন ডিনার করি না,' মৃদু গলায় বলল ওয়াচ।

ম্লান আলোয় ওকে দেখল সিন্ডি। ওয়াচ নিজের পরিবার নিয়ে খুব কমই কথা বলে। সিন্ডি শুধু জানে ওর পরিবার দেশের নানান জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে। তবে কারণটা জানে না সে।

'তুমি তোমার মাকে খুব মিস করছ, না?' জিজ্ঞেস করল ও।

মাথা নামাল ওয়াচ। 'হ্যাঁ। আমার বাপ-মাকেও খুব মিস করছি।' মাথা তুলল ও। 'তবে ওদেরকে নিয়ে এ মুহূর্তে ভাবছি না আমি।'

'পরে না হয় ওদেরকে নিয়ে কথা বলব,' বলল সিন্ডি। 'আগে এখান থেকে বেরুতে হবে। শেকল ভাঙতে পারবে?'

'চেষ্টা করে দেখি,' গভীর দম নিল ওয়াচ। তারপর হাতে বাঁধা শেকল ধরে টান দিল জোরে। লোহার পিনের সঙ্গে আটকানো শেকল বাজল ঝনঝন শব্দে কিন্তু দেয়াল থেকে খুলে এল না। শেষে হাল ছেড়ে দিল ওয়াচ। 'আরেকটু অপেক্ষা করি। আমার গায়ে আরও শক্তি হোক। তখন হয়তো শেকল ভাঙতে পারব।' লোহার দরজার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করল সিন্ডি। 'কিন্তু ওই দরজা কি ভাঙতে পারবে? দশজন মহাশক্তিধর মানুষও ওই দরজা ভাঙতে পারবে বলে মনে হয় না।'

ওয়াচ বলল, 'কে যেন আসছে।'

'কিন্তু ছ'ঘণ্টা তো এখনও পার হয়নি,' বলল সিন্ডি। 'একঘণ্টাও হয়নি।'

'দানবরা হয়তো সময়ের হিসেব জানে না,' বলল ওয়াচ।

মোটা ধাতব গরাদের ওপাশে বেলফার্টের চেহারা দেখা গেল। হাতে মোটা কালো বড় একটি চাবি। চাবি দিয়ে দরজার তালা খুলল সে। ঢুকল ভেতরে। দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখল তরবারি এবং বর্শা। তার চেহারায় শত্রু শত্রু ভাবটা নেই।

'এখনও ছয় ঘণ্টা হয় নি,' দ্রুত বলল সিন্ডি। 'আমাদেরকে এখনই খেতে পারবে না।'

হাত নেড়ে ওর কথা যেন উড়িয়ে দিল বেলফার্ট। 'ও বিষয় নিয়ে পরে কথা বলব। আমি এসেছি তোমাদের কাছে একটা প্রস্তাব নিয়ে।'

'কী ধরনের প্রস্তাব?' জানতে চাইল সিন্ডি।

'মেরিনদের সম্পর্কে জানতে চাই, বলল বেলফার্ট। 'আমাকে তথ্য দাও, তোমাদেরকে যন্ত্রণাহীন মৃত্যু দেব।'

'আমি বরং তোমাকে আরেকটা প্রস্তাব দিই,' বলল সিন্ডি। 'মেরিনদের সম্পর্কে যা জানতে চাও সব তোমাকে বলব। কিন্তু আমাদেরকে তুমি ছেড়ে দেবে।'

মাথা নাড়ল বেলফার্ট। 'তা সম্ভব না। ওরা রেগে আগুন হবে। তোমাদেরকে যেতে দিলে ওরা উল্টো আমাকেই খেয়ে ফেলবে। তবে তোমরা যদি আমাকে সাহায্য করো তাহলে এ নিশ্চয়তা দিতে পারি তোমাদেরকে তৃপ্তি নিয়ে খাওয়া হবে না।'

'খুবই হাস্যকর কথা,' নালিশের সুরে বলল সিন্ডি। 'আমি যদি মরেই যাই, আমাকে তৃপ্তি নিয়ে খাওয়া হলো নাকি অতৃপ্তি নিয়ে তাতে কী এসে যায়? আমাদেরকে ছেড়ে না দিলে মেরিন সম্পর্কে একটি কথাও বলব না। ব্যস!'

'ওদের সম্পর্কে এত আগ্রহ কেন তোমার?' জিজ্ঞেস করল ওয়াচ।

রোমশ নাক খচখচ করে চুলকাল বেলফার্ট তারপর কারাকক্ষে পায়চারি করতে লাগল। 'আসলে মেরিনদের কথা শোনার পর থেকে কী রকম একটা অস্থিরতায় ভুগছি আমি। ওদেরকে মনে হচ্ছে খুব শক্তিশালী।' বিরতি দিল সে। 'কথাটা অত্যন্ত গোপনীয় তবু তোমাদেরকে বলছি – আমি ওদের প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে চাই।'

'মেরিনরা কখনও দানবদের নেবে না,' বলল ওয়াচ।

পায়চারি থেমে গেল বেলফার্টের। ঝুলে পড়ল চোয়াল।

'তুমি ঠিক জানো?'

সিন্ডি দ্রুত বলে উঠল, 'আসলে ওয়াচ বলতে চেয়েছে যেসব দানবের নিশ্বাসে গন্ধ আছে তাদেরকে মেরিনরা গ্রহণ করে না। এটা তাদের গোপন কোড আর্টিকেল টু-থ্রী-জিরোর পরিপন্থী। তবে তুমি যদি নিয়মিত দাঁত মাজো, গার্গল করো এবং মুখ পরিষ্কার রাখো, ওরা খুশি মনে তোমাকে নিয়ে নেবে।'

ওয়াচ বলল, 'তুমি ঠিক জানো, সিডি? বেলফার্টের গায়ে পরার মতো ইউনিফর্ম ওরা পাবে কোথায়?'

'আমি ঠিক জানি,' বলল সিডি। ওয়াচকে চোখ টিপল। 'মেরিনদের ওপরে যে ব্রোচারটা তোমার কাছে আছে ওটা বেলফার্ট দেখতে দিলেই পার।'

'কোন্ ব্রোচার?' জিজ্ঞেস করল ওয়াচ।

'তোমার পেছনের পকেটে যেটা আছে,' বলল সিডি। 'বেলফার্ট তোমার শেকল খুলে দিলেই ওটা পকেট থেকে বের করতে পারবে। কি পারবে না?'

অবশেষে সিডির ইংগিত ধরতে পারল ওয়াচ। 'হুঁ, এখন মনে পড়েছে। ব্রোচারে লেখা আছে কীভাবে মেরিনে ভর্তি হওয়া যাবে। আমার শেকল খুলে দাও। তোমাকে ব্রোচার দিচ্ছি, বেলফার্ট।' বেলফার্ট বলল, 'তোমরা কোনও চালাকি করছ না তো?'

'ওয়াচ তোমার কীইবা করতে পারবে,' বলল সিডি। 'ওতো বালকমাত্র। আর তুমি কত শক্তিশালী, সুদর্শন দানব।'

খুশি হলো বেলফার্ট, 'তুমি বলছ আমি দেখতে সুদর্শন?'

'অবশ্যই, বলল সিডি।'

ওর সামনে এল বেলফার্ট। 'তোমার গায়ের চামড়া এমন জ্বলজ্বল করছে কেন?'

'ঘাম ওঠার লক্ষণ,' বলল সিডি। 'ওয়াচের শেকল খুলে দাও। সে তোমাকে ব্রোচার দেবে। তুমি মেরিনে যোগ দিতে পারবে।

পকেট থেকে চাবি বের করল বেলফার্ট। 'আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই। ঘুরতে চাই দেশ-বিদেশ। আমাকে ভুল বুঝো না। অ্যান টেম্পলটনের সঙ্গে কাজ করতে ভালোই লাগে। কিন্তু এখানকার হট্টগোল আর সহ্য হয় না আমার। সবাই সবার পেছনে লেগে আছে সারাক্ষণ। এইতো গত সপ্তাহেই আমার এক পুরানো বন্ধু আমাকে ছুরি মারতে এসেছিল। আমি তখন দুপুরের ভাতঘুম দিচ্ছিলাম।'

'বিশ্বাসঘাতক দানবের চেয়ে খারাপ কিছু নেই,' সহানুভূতির সুরে বলল সিডি।

'ব্রোচারটা তোমার খুব কাজে লাগবে,' বেলফার্ট তালা খুলছে, বলল ওয়াচ।

'আমাকে পড়ে শোনাবে?' বলল বেলফার্ট। 'বিজ্ঞাপনধর্মী সাহিত্য বুঝতে আমার অসুবিধা হয়।'

'সমস্ত তথ্য আমি তোমার মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দেব,' হাত শেকল মুক্ত হওয়ার পরে বলল ওয়াচ। পায়ে বাঁধা শেকলের দিকে ইঙ্গিত করল। 'ওগুলোও খুলে দেবে? দেয়ালের সঙ্গে আটকে থাকলে পেছনের পকেট থেকে ব্রোচার বের করতে পারব না।'

বেলফার্ট ওদেরকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। 'কোনও সমস্যা নেই,' বলে ঝুঁকল সে। 'আমি এ পর্যন্ত এখানে যত মানুষ দেখেছি, তোমরা সবার চেয়ে ভালো। বেশিরভাগই সারাক্ষণ চিল্লাতে থাকে। এত চিৎকার চেঁচামেচি শুনলে মাথার ঠিক থাকে না।'

'আমরা খুব ভালো,' বলল সিন্ডি।

'তোমার জীবন দিয়ে আমাদের বিশ্বাস করতে পার,' বলে দুহাত দিয়ে দড়াম করে বাড়ি মারল বেলফার্টের মাথায়।

বেলফার্ট মাত্র ওয়াচের পা থেকে খুলে ফেলেছে শিকল, এমন সময় বাড়িটা পড়ল মাথায়। ঘোঁৎ করে একটা শব্দ বেরুল বেলফার্টের মুখ দিয়ে। অচেতন হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

'ওর চাবিটা নিয়ে নাও,' উত্তেজিত গলায় বলল সিন্ডি। 'আমার শিকল খুলে দাও। ওর জ্ঞান ফেরার আগেই এখান থেকে কেটে পড়ব।'

ওয়াচ হাত বাড়িয়ে চাবি নিল। 'একটা কাজ করি– ওকে জিম্মি হিসেবে নিয়ে যাই।'

'ওকে সামাল দিতে পারবে তো?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

'গলায় তরবারি ঠেকিয়ে রাখব। ট্যাফো করবে না, এখান থেকে বেরুবার রাস্তা ও নিশ্চয় জানে।'

সিন্ডি অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা দানব-সর্দারটার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল। 'ওর চেহারা দেখে তো তেমন কিছু মনে হচ্ছে না।'

# এগারো

জাদুর নেকলেসের শক্তি এখনও কাজ করছে। অ্যাডাম বুড়ো হয়ে গেছে। বয়স পঞ্চাশ। স্যালি পরিণত হয়েছে দুই বছরের বাচ্চায়। অ্যাডাম ওকে কোলে নিয়ে হাঁটছে। মিরিন ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। তবে কোলে চড়তে ঘোর আপত্তি স্যালির। অ্যাডাম ঠাট্টা করছে ওকে আর কিছুক্ষণ পরে বাচ্চাদের ন্যাপি পরিয়ে দেবে। শুনে রেগে লাল স্যালি।

'আমি ন্যাপি পরব না,' বলল সে। 'সে আমার বয়স যতই কমে যাক। কাজেই তোমাকে ন্যাপি বদলাতেও হবে না।'

'তোমাকে ন্যাপি পরতে হতেই পারে,' বলল অ্যাডাম। 'নিজের দিকে তাকাও। তোমার কোমর গলে প্যান্টি পরে গেছে। শুধু শার্ট ঢেকে রেখেছে শরীর।'

'এটা আমার প্রিয় একটা শার্ট,' বলল স্যালি। 'কিন্তু আমি চাই না কোনও ভীমরতিতে ধরা বুড়ো দানব আমাকে কোলে নিয়ে ঘোরাঘুরি করুক।'

'আমাকে ভীমরতিতে ধরেনি,' বলল অ্যাডাম।

'কিন্তু ধরতে যাচ্ছে। তোমার চুল প্রায় সাদা হয়ে গেছে।'

'রঙটা রূপালি, সাদা নয়।'

'দেখলে তো,' বলল স্যালি। 'সাদা এবং রূপালির মধ্যে পার্থক্যও ধরতে পারছ না।'

'তোমরা সবসময়ই এরকম ঝগড়া কর নাকি?' জিজ্ঞেস করল মিরিন।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল স্যালি।

'না,' বলল অ্যাডাম। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'মাঝে মাঝে। আচ্ছা, আমরা যাচ্ছি কোথায়?'

'আমি প্রাসাদের যেটুকু জায়গা চিনি সেখানে নিয়ে যাব তোমাদেরকে,' বলল মিরিন। 'তবে প্রাসাদটা খুব বড়। কাজেই বলতে পারব না তোমার বন্ধুরা ঠিক কোথায় আছে। আমি সব জায়গায় খোঁজার চেষ্টা করছি।'

'দানবদের বেসমেন্টে খোঁজার চেষ্টা করো,' বলল স্যালি, 'ওদেরকে হয়তো দানবরা এতক্ষণে কাবাব বানিয়ে খেয়ে ফেলেছে।'

'তোমরা চাইলে ওখানেও যেতে পার,' বলল মিরিন। পাথরের একটা দেয়ালের সামনে দাঁড়াল। বিড়বিড় করে মন্ত্রোচ্চারণ করল। হঠাৎ দেয়ালের সামনে উদয় হলো একটি সরু প্রবেশ পথ। ওরা ঝটপট ওটার ভেতরে ঢুকে গেল। মাথা ঘুরিয়ে অ্যাডাম দেখতে পেল পেছনে আবার হাজির হয়ে গেছে দেয়াল। ওদের সামনে ঘুটঘুটে অন্ধকার। তবে মিরিনকে বিচলিত মনে হলো না।

'তোমার মা কোথায় আছে জানো?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম। 'প্রাসাদে থাকলেও মা সবসময় আমার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকে,' ইতস্তত গলায় জবাব দিল মিরিন। 'মার কথা ভাবলেই কেবল তার দেখা পাই।'

'সে হয়তো তোমারও পরীক্ষা নিচ্ছে,' বলল অ্যাডাম।

'আমার পরীক্ষা নিচ্ছে!' অবাক হলো মিরিন। 'ঠিক বুঝলাম না।'

'ডাইনি.... শুরু করল স্যালি।' মানে তোমার মা এই নেকলেসগুলো দিয়ে আমাদের পরীক্ষা নিচ্ছে।'

মিরিনকে আরও বিব্রত দেখাল। 'বাচ্চারা কি সবাই আমার মাকে ডরায়?'

'বেশিরভাগ,' বলল অ্যাডাম। 'কারণ সে অনেক বাচ্চা খুন করেছে।'

জোর করে যেন হাসল মিরিন। 'আমার মা কাউকেই খুন করতে পারে না। তার অনেক ক্ষমতা তবে সে কখনও ক্ষমতার অপব্যবহার করে না। মা যা-ই করে, ভেবেচিন্তে কাজ করে।'

'আশা করি তুমি ঠিক কথাই বলেছ,' বিড়বিড় করল অ্যাডাম।

'বাইরের জগতটা দেখতে কেমন?' জানতে চাইল মিরিন।

'স্পুকসভিল নাকি গোটা পৃথিবী?' জিজ্ঞেস করল স্যালি। 'প্রশ্নটা

করলাম কারণ স্পুকসভিল অন্য দশটা শহরের মতো নয়। অন্য শহরে এরকম প্রাসাদ নেই।'

'তোমরা কীরকম মজা করো?' জিজ্ঞেস সরল মিরিন।

'কানসাস সিটি থেকে এখানে আসার আগে আমি লেকে মাছ ধরতে যেতাম, সাঁতার কাটতাম,' জবাব দিল অ্যাডাম। 'মাঝে মাঝে সাইকেলে চড়তাম। খেলতাম বেসবল।'

'কিন্তু এ শহরে আসার পর থেকে ও কীভাবে জানটা টিকিয়ে রাখবে সে চিন্তায় অস্থির থাকে,' বলল স্যালি। 'আমাদেরকে ভূত-প্রেত, ভিন্নগ্রহবাসীর সঙ্গে প্রতিদিন কুস্তি করতে হয়, আমরা পথ হারিয়ে ঢুকে পড়ি ভূতুড়ে গুহায়। সব ধরনের মজাই আমরা করি। প্রতি মিনিটে হাসাহাসি করার মত মজা হয়। তুমি আমাদের সঙ্গে খেলতে এসো। মজা পাবে।'

'হয়তো একদিন আসব,' মৃদু করুণ গলায় বলল মিরিন।

'তোমার খেলার সাথী নেই?' জানতে চাইল অ্যাডাম।

'আমি কল্পনায় খেলা করি,' জবাব দিল শিরিন। 'মা বলেছে খেলাধুলার এটাই নাকি সবচেয়ে ভালো পন্থা। বাইরের চেয়ে ভেতরে অনেক খেলা করা যায়।'

'হুমম্,' বলল অ্যাডাম। 'শুনতে ভালোই লাগে।'

'তবে এসব কথা আমাদের কোনও কাজে আসবে না,' বলল স্যালি।

'দুঃখিত, মিরিন, এই নেকলেসের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত তুমি আমাদের সঙ্গে খেলতে পারছ না।'

'তোমাদের যা যা সাহায্য দরকার আমি করব,' প্রতিশ্রুতি দিল মিরিন।

ওরা সরু প্যাসেজওয়ে পার হয়ে চওড়া একটি সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল। সুড়ঙ্গে লাল আলো জ্বলছে। দূর থেকে পায়ের শব্দ ভেসে এল। ছুটে আসছে কয়েকজন। দানবদের হল্লা শুনতে পেল অ্যাডাম। আবছা আলোয় চোখ কুঁচকে তাকাল ও। একজনের গায়ে যেন আলো জ্বলছে। অ্যাডাম বুঝতে পারল সে কাকে দেখছে।

'সিন্ডি!' হাঁক ছাড়ল অ্যাডাম। 'ওয়াচ! আমরা এখানে!'

## বারো

সিন্ডি এবং ওয়াচ এক মুহূর্ত পরে দেখতে পেল ওদেরকে। অ্যাডাম ওর বন্ধুদের সঙ্গে এক দানবকে দেখে খুবই অবাক। দানবের গলায় তরবারি ঠেকিয়ে রেখেছে ওয়াচ। তবে এতে দানব অখুশি বলে মনে হলো না। বরং সে অ্যাডামের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল হ্যান্ডশেকের জন্য।

'আমি বেলফার্ট,' বলল সে। 'আমি একজন মেরিন।'

'আমি মিরিন,' সিন্ডি এবং ওয়াচকে নিজের পরিচয় দিল মিরিন, 'ও ডাইনিটার মেয়ে।' বলল স্যালি।

'ওয়াও!' বলল ওয়াচ। 'জানতাম না অ্যান টেম্পলটন বিয়ে করেছে।'

'বেলফার্ট মেরিন হতে চায়,' 'অধৈর্য গলায় বলল সিন্ডি। 'এখন এসব আজাইরা প্যাঁচাল বাদ দাও। তোমরা এখানে কী করছ? আমরা ভাবলাম তোমরা মরে গেছ।'

'লাশ না দেখা পর্যন্ত কাউকে মৃত ভাবতে নেই,' বলল স্যালি।

'আর কখনও ভাবব না,' ওদের দুজনের সঙ্গে আলিঙ্গন করল সিন্ডি, 'তোমরা ঠিক আছ দেখে আমার কী যে ভাল লাগছে।'

'হ্যাঁ। খুব ভাল্লাগছে,' সায় দিল ওয়াচ ও-ও ওদেরকে জড়িয়ে ধরল। স্যালি তো ওর বুকের চাপে প্রায় ভর্তা হওয়ার জোগাড়। সে ওয়াচকে ঠেলে সরিয়ে দিল।

'কিন্তু এ চাপাচাপি আমার ভাল লাগছে না,' বলল সে। 'আমি আর হাঁটতে পারছি না। ওয়াচ, তোমার শরীর তো জামা কাপড় ফেটে বেরুচ্ছে। অ্যাডামেরও একই দশা। বুড়িয়ে যাচ্ছে সে। আর সিন্ডি, তোমার শরীর এত স্বচ্ছ হয়ে গেছে কিছুক্ষণ পরে তো তোমাকে দেখাই যাবে না।

'জানি আমি,' বলল সিন্ডি। 'এই নেকলেসগুলোর কবল থেকে মুক্তি পেতেই হবে।

'আগে এখান থেকে ভাগতে হবে। কারণ দানবরা আমাদের ধাওয়া করেছে,' বলল ওয়াচ। 'ওদের কারাগার থেকে পালিয়ে এসেছি আমরা। ওরা রেগে উম্মাদ।'

'আমি ওদের সঙ্গে কথা বলব,' বলল মিরিন, 'ওরা তোমাদের কিছু বলবে না।'

'মাফ করবেন, লেডি,' বলল বেলফার্ট, 'ওদের সঙ্গে কথা বলেও শান্ত করতে পারবেন না। আমি আমার ছেলেদের চিনি। তারা এখন মানুষের মাংস খেতে চাইছে। এবং এখনই তাদের তা দরকার। মাংস কীভাবে রান্না হবে তা নিয়ে তারা এখন ভাবিত নয়। কাজেই বুঝতেই পারছেন ওরা কেমন মরিয়া হয়ে উঠেছে।'

'ওদেরকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করা যায় না?' বলল মিরিন। মাথা চুলকাল বেলফার্ট, তাকাল সিন্ডি এবং ওয়াচের দিকে। 'ওদের ধারণা আমি এদেরকে পালিয়ে যেতে দিয়েছি। ওরা এখন আমার হাড্ডিও চিবিয়ে খেতে চাইছে।'

'কোনও গোপন প্যাসেজওয়ে দিয়ে বেরুবার রাস্তা নেই?' অ্যাডাম জিজ্ঞেস করল মিরিনকে।

'এদিকে কোনও গোপন প্যাসেজওয়ে নেই,' জবাব দিল মিরিন।

'সুড়ঙ্গ ধরেই যেতে হবে।'

'কিন্তু আমরা তো একটা গোপন প্যাসেজওয়ে দিয়েই এলাম,' বলল অ্যাডাম।

'তা বটে। তবে ওটা ওয়ানওয়ে প্যাসেজওয়ে,' ব্যাখা করল মিরিন।

'চলো, জলদি। একটা জায়গায় নিয়ে যাব তোমাদেরকে। ওখানে নিরাপদে থাকবে।'

'এখানে স্যালির জন্য দুধ খাওয়ার বোতল আছে?' ঠাট্টা করল সিন্ডি।

'শাট আপ!' ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল স্যালি।

সুড়ঙ্গপথ দিয়ে ছুটল ওরা। কিন্তু দানবরা ওদের চেয়েও দ্রুত গতিতে ছুটে আসছে। অ্যাডাম ওয়াচের কোলে তুলে দিয়েছে স্যালিকে। কিন্তু ওর নিজের গতি ক্রমে মন্থর হয়ে আসছে। ওকে নিশ্চয় বাতরোগে ধরেছে। হাঁটু এবং নিতম্বের গাঁটে ব্যথা, শ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে সত্তর বছর বয়স হয়ে গেছে তার।

সিন্ডিরও দৌড়াতে সমস্যা হচ্ছে। যেন ওর প্রায় অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকা পা মাটি স্পর্শ করছে না। বাতাসে পাক খাচ্ছে ও। যেন চাঁদের দেশে চলে এসেছে।

ওদের পেছনে দেখা গেল দানবদের। আগুনের মত জ্বলছে চোখ।

'আমার ছেলেদের আজ জোশ চলে এসেছে,' করুণ গলায় বলল বেলফার্ট। 'কোনও প্যাসেজওয়েতে জলদি ঢুকে পড়ুন, লেডি! ধরতে পারলে ওরা আমাদেরকে ছিঁড়ে খাবে।'

'আরও খানিকটা রাস্তা যেতে হবে,' উদ্বিগ্ন গলায় বলল মিরিন। 'তুমি ডাইনির মেয়ে,' বলল স্যালি। 'জাদুটাদু কিছু করে ওদের ভয় দেখাও।'

থেমে গেল মিরিন। 'একটি জাদু জানি আমি। আশা করি এতে কাজ হবে।' মাথায় হাত রাখল সে, যেন গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছে। তারপর বলল। 'সবাই সরে যাও।'

ওরা মিরিনের জন্য জায়গা করে দিতে পিছিয়ে গেল। মিরিন এগিয়ে আসা দানবদের দিকে ফিরে দাঁড়াল। দানবদের এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সবার হাতে তরবারি। তাদের বসের কন্যাকে দেখেও তারা এক কদম পিছাল না। মিরিন যদি ওদের ঠেকাতে না পারে, ভাবল অ্যাডাম, এক মিনিটের মধ্যে আমরা সবাই কচুকাটা হয়ে যাব।

'কাতু সামার প্লিন।' হাঁক ছেড়ে হাত তুলল মিরিন।

কিছুই ঘটল না।

আরেকটা জাদুর চেষ্টা করো, শঙ্কিত গলায় বলল স্যালি। চোখ বুজল মিরিন। গভীর দম নিল। শূন্যে হাত তুলল।

'কাতু সামার প্লিন!'

সুড়ঙ্গে দাউদাউ জ্বলে উঠল আগুন। দানবদের সামনে উদ্বাহু নৃত্য করতে লাগল অগ্নিশিখা। ওদের কারও গায়ে আগুন লেগেছে কিনা বলতে পারবে না অ্যাডাম, তবে ভয়ে যে ওদের আত্মা খাঁচা ছাড়া হয়ে গেছে তা বুঝতে পারল। ঘুরেই দৌড় দিল ওরা অন্য পথে।

ঠিক তখন নিভে গেল আগুন।

'আবার আগুন জ্বালাও।' ওয়াচের কোলে বসে চেঁচাল স্যালি।

'আমি এ জাদুটা একবারই করতে পারি,' বলে ঘুরল মিরিন। হোঁচট খেল। 'আর ওতেই আমার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়।'

'ওরা আবার ফিরে আসবে, লেডি,' বলল বেলফার্ট। 'গোপন প্যাসেজওয়ে জলদি খুঁজে পেতেই হবে।'

বেলফার্ট ঠিকই বলেছে। দানবরা কিছুদূর দৌড়ানোর পরে থেমে গেল। তারপর ফিরে আসতে লাগল। আবার দৌড় দেয়ার জন্য প্রস্তুত হলো অ্যাডাম। দানবরা যদি ওকে ধরতে নাও পারে, ছোটার ধকলে হার্ট অ্যাটাকেই মারা যাবে ও। বুড়োদের জীবন যে এত করুণ হয় কে জানত!

ওরা সুড়ঙ্গ পথে ছুটতে লাগল। অ্যাডাম নিজেকে কোনওমতে টেনে চলছে, সিন্ডি দৌড়ের তালে দেয়ালে ধাক্কা খাচ্ছে, এমনই হালকা হয়ে গেছে ও। আর স্যালি সারাক্ষণ নাকি গলায় ঘ্যানঘান করে চলেছে। শুধু ওয়াচই ঠিক আছে। নেকলেস পরে ওরই একমাত্র লাভ হয়েছে।

ওদের পেছনে ছুটে আসছে দানবের দল।

'আর কতদূর?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'প্রায় চলে এসেছি,' বলল মিরিন।

অ্যাডাম আর দৌড়াতে পারছে না। সবার পেছনে পড়ে গেছে ও। কিন্তু অন্ধকারে মৃদু কিসের শব্দ ওর ভেতরে নতুন শক্তি যোগাল। দানবরা ওকে লক্ষ করে তীর ছুঁড়ছে।

মিরিন হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল পাথুরে দেয়ালের সামনে। দলটা ঘিরে ধরল ওকে। অ্যাডাম এগিয়ে আসছে এমন সময় ভোজবাজির মতো সামনে উদয় হলো একটা প্রবেশপথ। ওরা জাদুর প্রবেশপথে লক্ষ্য করে ছুটল। মাথার ওপর দিয়ে শিস কেটে ছুটে গেল তীর।

'বন্ধ করো!' সবাই ভেতরে ঢোকার পরে চেঁচিয়ে উঠল অ্যাডাম।'

'উইটা!' চেঁচাল মিরিন।

অদৃশ্য হয়ে গেল প্রবেশ পথ। দাঁড়িয়ে পড়ল দানবের দল।

দলটা পা বাড়াল প্যাসেজওয়ে ধরে।

একটি বড় ঘরে ঢুকে পড়ল ওরা।

ঘরটি দেখেই চিনতে পারল অ্যাডাম। বালুঘড়ির ঘর।

ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল ডাইনি।

## তেরো

'তাহলে এখনও তোমরা এখান থেকে বেরুবার রাস্তা খুঁজে পাওনি,' বলল অ্যান টেম্পলটন। বালুঘড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে, ওদের দিকে পেছন ফেরা। বালুঘড়ির তারকাধুলোর আলো তার মাথায় পড়ে বর্ণালী একটা বৃত্ত সৃষ্টি করেছে। অ্যাডামের কাছে মহিলাকে আর মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে অন্য কোনও সৌরজগতের শক্তিশালী কোনও বাসিন্দা। ওদের দিকে ফিরল সে। কথা বলার সময় ঝিকিয়ে উঠল সবুজ চোখ। তবে কণ্ঠ শান্ত। 'এর মানে কী?'

'এর মানে হলো এ জায়গায় আপনার আরও দরজা দরকার,' বলল স্যালি।

হাসল অ্যান টেম্পলটন। হলওয়ের দিকে হাত তুলল। প্রথমে ওদিক থেকেই ওরা এ ঘরে ঢুকেছিল। 'ওদিকে যাচ্ছ না কেন?' প্রশ্ন করল সে। 'দ্যাখো ওদিকে কী আছে।'

এক কদম সামনে বাড়ল অ্যাডাম। 'আমরা জানি আমরা কিছুই দেখতে পাব না। আপনি আমাদেরকে একটা গোলকধাঁধার মধ্যে আটকে রেখেছেন। এখান থেকে বেরুবার কোনও রাস্তা নেই। এমনকী আপনার মেয়ে পর্যন্ত জানে না এখান থেকে কীভাবে বেরুবে।'

মিরিন এক পা এগিয়ে এল। 'তুমি এই চমৎকার বাচ্চাগুলোকে অত্যাচার করছ কেন?'

'চুপ করো, মিরিন,' বলল অ্যান টেম্পলটন। 'দেখো, শোনো এবং শেখো।'

'না,' বলল মিরিন। 'আমার বন্ধুদের বিপদে রেখে আমি চুপ করে থাকতে পারব না।'

মেয়ের কণ্ঠের দৃঢ় প্রত্যয় অবাক করে তুলল অ্যান টেম্পলটনকে। রেগে গেলেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখল সে। কথা বলার সময় শান্ত শোনাল কণ্ঠ।

'এদের সঙ্গে মাত্র সাক্ষাৎ হয়েছে তোমার। এদেরকে বন্ধু বলছ কেন?'

মাথা নাড়ল মিরিন। 'ওদেরকে আমার বন্ধু মনে হয়েছে। ওদের জন্য আমি অনুভব করি, ওদেরকে আমি পছন্দ করি। আমি ওদের কোনও ক্ষতি হতে দেব না।'

শীতল হাসি ফুটল অ্যান টেম্পলটনের ঠোঁটে। 'আমি কি ওদেরকে আঘাত করেছি? আমি তো ওদেরকে এখানে আসতে বলিনি। ওরা নিজেরাই এসেছে। ওরা আমার প্রাসাদ কীরকম দেখতে চেয়েছে। এখন ওরা জানে। ওরা নিশ্চয় খুশি। এক বছরের বাচ্চা বনে গিয়ে আমি খুশি হতে পারছি না,' বিড়বিড় করল স্যালি।

অ্যাডাম বহু কষ্টে রা ফোটাল মুখে। ছুটে আসার ধকল এখনও সামাল দিতে পারেনি। 'আপনি জানেন আমাদের সময় ফুরিয়ে আসছে।' হাঁপাচ্ছে ও। কিছুক্ষণের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাবে সিন্ডি। স্যালি পরিণত হবে ডিমে। আমি বুড়ো হয়ে মরে যাব। আমরা আপনার পরীক্ষায় যদি ফেল করে থাকি তো করেছি। আমরা জানি না কী করে এখান থেকে বেরুব।'

'কেন, অ্যাডাম। তোমরা তো আমাকে হতাশ করেছ।' বলল অ্যান টেম্পলটন। 'তোমরা আসলে এখান থেকে বেরুবার চেষ্টাই করনি। তোমরা হামাগুড়ি দিয়ে গর্তে ঢুকেছ, এ গুহা আবিষ্কার করেছ। তারপর এ প্যাসেজওয়েতে ঘুরে মরেছ। কিন্তু এভাবে ফাঁদ থেকে বেরুনো যায় না। ফাঁদ থেকে বেরুতে হলে দেখতে হবে কীভাবে ফাঁদে পড়লে। তারপর বুঝতে পারবে কী করতে হবে।'

'কিন্তু মা,' কাতর গলায় বলল মিরিন। 'অ্যাডাম তো তোমাকে বললই ওদের হাতে আর সময় নেই। ওরা মারা যাচ্ছে।'

'তোমার কেমন লাগছে, ওয়াচ?' জিজ্ঞেস করল অ্যান টেম্পলটন। 'মনে হচ্ছে মারা যাচ্ছ?'

'না, ম্যাম,' জবাব দিল সে। 'নিজেকে এমন শক্তিশালী মনে হয়নি কোনদিন।'

'তবে আমি অবাক হচ্ছি না,' মাথা নামাল অ্যান টেম্পলটন। চোখ বুজল। গভীরভাবে কী যেন ভাবছে। তারপর মাথা তুলল সে, প্রত্যেকের দিকে একে একে তাকাল, তার মেয়েসহ। অবশেষে কথা বলল সে। যেন বিচারের রায় দিচ্ছে এমন জোরালো কণ্ঠ। 'আমি এখন যাব। তোমরা পরীক্ষায় পাস করো বা ফেল করো তা তোমাদের ব্যাপার।' ঘুরল সে। 'এসো মিরিন।'

'না,' নিরাসক্ত গলায় বলল তার মেয়ে। 'আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে এখানেই থাকছি। তুমি ওদের সাহায্য নাই বা করলে। আমি করব।'

অ্যান টেম্পলটন স্থির চোখে কিছুক্ষণ মেয়েকে দেখল। তারপর বলল, 'তুমি দেখছি এখন নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত নিতে শিখেছ, মিরিন।' সে বেলফার্টের দিকে ফিরল। 'চলো আমার সঙ্গে।'

'পরে, আবার দেখা হবে,' বলল বেলফার্ট। 'মেরিনের ব্রোচারটার কথা ভুলো না। আমার ধারণা ওরা কিছু ভালো দানবকে কাজে লাগাতে পারবে।'

অ্যান টেম্পলটন এবং বেলফার্ট অদৃশ্য হয়ে গেল দেয়ালের মধ্যে।

# চৌদ্দ

'কী দারুণভাবে নিষ্ক্রান্ত হলো, তাই না? শিশু কণ্ঠে বলে উঠল স্যালি।

বালুঘড়ির সামনে এসে দাঁড়াল অ্যাডাম। ওটার গায়ে হেলান দিল। যেখান থেকে শুরু করেছিলাম আবার সেখানেই ফিরে এসেছি।'

'না,' বলল সিন্ডি। ওর কণ্ঠ প্রায় শোনাই যায় না। এমন স্বচ্ছ হয়ে গেছে, শরীর ভেদ করে সবকিছু দেখা যাচ্ছে। গলার স্বর ভৌতিক ফিসফিসানির মত। আমাদের অবস্থা এখন অনেক খারাপ। আমাদের হাতে একদমই সময় নেই।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল অ্যাডাম। 'আমি পরিষ্কারভাবে কিছু চিন্তা করতে পারছি না। আমাকে সত্যি ভীমরতিতে ধরেছে। কেউ কোনও বুদ্ধি দিতে পার?'

ডাইনির এখানে আসার কথা ছিল না,' বলল ওয়াচ। 'কিন্তু এসেছে। এসে আমাদের একটা উপকার করে গেছে।'

'ওর উপকারের খ্যাতাপুড়ি।' কিচকিচ করে উঠল স্যালি।

'তোমরা আমার কথা বুঝতে পারনি,' বলল ওয়াচ। 'আমার ধারণা সে আমাদেরকে একটা ইঙ্গিত দিয়ে গেছে। সে কী বলেছে মনে করো, এভাবে ফাঁদ থেকে বেরুনো যায় না। ফাঁদ থেকে বেরুতে হলে দেখতে হবে কীভাবে ফাঁদে পড়লে। তারপর বুঝতে পারবে কী করতে হবে।' বিরতি দিল ওয়াচ। 'আসল রহস্য এ কথাগুলোর মধ্যে নিহিত।'

'কিন্তু আমরা এই ফাঁদে পড়লাম কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'আমরা হেঁটে ভেতরে ঢুকলাম আর ফাঁদে পড়ে গেলাম।'

'না,' বলল সিন্ডি। 'আমরা ভেতরে ঢোকামাত্র পেছনে দরজা বন্ধ হয়ে যায়। নেকলেস গলায় পরার পরেই আমরা ফাঁদে পড়ে যাই।'

'আমাদের আরও পেছন ফিরে তাকাতে হবে,' বলল ওয়াচ। 'নিজেদেরকে প্রশ্ন করা উচিত কেন এখানে এলাম।'

'অতি স্বাভাবিক কারণ,' বলল স্যালি। 'আমরা এখানে এসেছি কারণ আমরা বোকা এবং বিরক্ত হয়ে যাচ্ছিলাম।'

'আমরা হয়তো বিরক্ত হয়ে উঠছিলাম,' বলল অ্যাডাম, 'তবে এখানে আসার মূল কারণ হলো ওয়াচের চোখের ক্ষীণদৃষ্টি।'

'আর এখন একমাত্র ওয়াচকেই কোনও ধকল পোহাতে হচ্ছে না,' বলল মিরিন। 'মা বলেছে এতে সে অবাক হয়নি।'

'কিন্তু ওয়াচকে কেন আমাদের মতো ধকল সইতে হচ্ছে না?' বলল সিন্ডি। 'পরীক্ষার মূল রহস্য হয়তো এর মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে।'

'ওকে ধকল পোহাতে হবে নতুন জামাকাপড় কেনার সময়,' মন্তব্য করল স্যালি। 'ওকে তো ইনক্রেডিবল হাল্কের মতো লাগছে দেখতে।'

'আমরা এখানে এসেছি মূলত ওয়াচের জন্য,' বলল অ্যাডাম। 'আর সে চোখে কম দেখত। এখন ভালো দেখছে। তাছাড়া সে-ই প্রথম গলায় নেকলেস পরে। সে বিশ্বাস করত সে ঠিক হয়ে যাবে। ওর ভেতরে আস্থা ছিল।'

'উপদেশের জন্য ধন্যবাদ,' বলল স্যালি। 'কিন্তু এ উপদেশ দিয়ে কি স্টুপিড নেকলেসগুলোর কবল থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে?'

'আমরা কেন এগুলো গলা থেকে খুলতে পারছি না তার নিশ্চয় কারণ আছে,' বলল অ্যাডাম। 'আমি খামোকাই নেকলেস পরেছিলাম। আমি আরও বড় হতে চেয়েছি।'

'আর আমি হতে চেয়েছি আরও সুন্দরী,' বলল সিন্ডি। 'যদিও আমি আগে থেকেই যথেষ্ট সুন্দরী।'

'আমরা অন্যায় কিছু করিনি,' বলল অ্যাডাম। 'তবু নেকলেসের কবল থেকে রেহাই মিলছে না।' বিরতি দিল সে। 'হতে পারে আমরা এমন কিছু নিয়েছি যা আমাদের প্রয়োজন ছিল না। আমরা আগে যা ছিলাম ভালোই ছিলাম। তারপরও আমরা অনেক কিছু চেয়ে বসেছি।'

মাথা ঝাঁকাল সিন্ডি। 'ঠিকই বলেছ। পরীক্ষাটা মন নিয়ে এবং ওখানেই আমরা ফেল মেরে বসেছি।'

'কিন্তু এই স্টুপিড নেকলেসের কবল থেকে মুক্তি পাব কীভাবে?' বলল স্যালি।

কথা বলল মিরিন। 'মা একটা কথা মাঝে মাঝেই বলে, আমার খুব প্রিয় একটি সংলাপ– আমরা যে জিনিসের জন্য খুব বেশি লোভ করি ওটাই আমাদের সবচেয়ে দ্রুত ধ্বংস করে দেয়।'

'হুম্,' চিন্তিত গলায় বলল অ্যাডাম। 'আমি আর বড় হওয়ার জন্য লোভ করব না।'

'আমিও আর সুন্দরী হতে চাইব না,' বলল সিন্ডি।

সবাই তাকাল ছোট্ট স্যালির দিকে।

'আমি শিশু থেকে থেকে ক্লান্ত,' বলল সে। 'আমার একটি ছোট প্রশ্ন যে প্রশ্নটি একাধিকবার করেছি– নেকলেস খুলব কীভাবে?' পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল ওরা। জবাব খুঁজছে।

'গলা থেকে খুলে ফেলার চেষ্টা করলেই হয়,' পরামর্শ দিল মিরিন।

'সে চেষ্টা কী আর করিনি,' বলল স্যালি। 'বহুবার করেছি। কাজ হয়নি কোনও।'

'এখন চেষ্টা করে দেখো,' মৃদু গলায় বলল মিরিন।

প্রথমে চেষ্টা করল অ্যাডাম।

দিব্যি নেকলেস ওর মাথা গলে বেরিয়ে এল।

সিন্ডি ঝটপট খুলে ফেলল তার নেকলেস।

স্যালিও খুলল। বিরাট একটি হাসি উপহার দিল।

সবাই তাকাল ওয়াচের দিকে। সে পাথরটা ধরে আছে।

'তোমার নেকলেস না খুললেও চলবে,' বলল অ্যাডাম। 'তোমার তো কষ্ট করতে হচ্ছে না।'

ওয়াচ বলল, 'তোমরা সবাই স্বাভাবিক থাকবে আর আমি অস্বাভাবিক মানুষ হয়ে থাকব? এটা ঠিক না।' সে নেকলেস খুলে ফেলল। 'অন্ধ হয়ে যাই তাও ভালো। তবু তোমাদের সঙ্গে থাকতে চাই।'

মিরিন এগিয়ে এসে ওয়াচের বুকে হাত রাখল। 'তুমি খুব ভালো মানুষ। তোমার অন্তরটা বিরাট।'

লাল হয়ে গেল ওয়াচের গাল। 'ধন্যবাদ।'

'এক্সকিউজ মী,' বলে উঠল স্যালি। 'তোমরা একটি কথা বোধহয় ভুলে গেছ। আমরা নেকলেস খুলে ফেলেছি। এখন আমাদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্তু কই, ফিরছি নাতো।'

'এ সমস্যার সমাধান আছে,' বালুঘড়িতে হাত রাখল অ্যাডাম। 'মিরিন, তোমার মা এই বালু-ঘড়ি সম্পর্কে কখনও কিছু বলেছে?'

'খুব কম,' বলল মিরিন। 'একবার বলেছিল এর শক্তি নাকি নক্ষত্র মণ্ডলে গিয়ে পৌঁছেছে। এর দ্বারা নক্ষত্রের রাস্তাও নাকি প্রভাবিত হবে।'

'মানে কী এ কথার?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

'এ কথার মানে আমরা জানি,' জবাব দিল অ্যাডাম। 'আমরা সিক্রেট পথের অপর অংশটা দেখেছি। এই বালুঘড়ি সময় প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।'

'কিন্তু তুমি বলেছ এটার কোনও ক্ষতি করা যাবে না,' বলল সিন্ডি। 'বলেছ এটা আমাদের পৃথিবী ধ্বংস করতে পারে।'

'বলেছি আমরা এটাকে ধ্বংস করতে পারব না,' ওকে শুধরে দিল অ্যাডাম। 'আমরা অন্য ডাইমেনশনে এটার আরেক অংশ ধ্বংস করেছি। কিন্তু আমরা যদি একটা এক্সপেরিমেন্ট করি। যদি নেকলেসগুলো জায়গায় রেখে উল্টে দিই বালুঘড়ি। তারপর দেখ কী ঘটে।'

'কী ঘটবে?' জানতে চাইল সিন্ডি।

ওয়াচ অ্যাডামের কথা বুঝতে পেরেছে। 'সময় পিছিয়ে যেতে শুরু করবে। নেকলেস আমাদের যে দশা করেছে, তার বিপরীত ঘটনা ঘটতে থাকবে।'

'এটা ঘটতেও পারে নাও ঘটতে পারে,' বলল অ্যাডাম। 'আমি কোনও নিশ্চয়তা দিচ্ছি না।'

'অন্তত চেষ্টা করে দেখি,' বলল স্যালি। 'যে হারে বয়স কমছে আমার কিছুক্ষণ পরে হয়তো ন্যাপির দরকার হবে।'

'বাহ্, দারুণ।' বলল সিন্ডি।

'মশকরা কোরো না,' ধমকে উঠল স্যালি।

‘এই বালুঘড়ির ওজন কমপক্ষে একটন,’ বলল অ্যাডাম, ‘এটাকে ওল্টাব কি করে?’

হাতের পেশী ফোলাল ওয়াচ। ‘কোনও সমস্যা নেই। আমি এক হাতেই ওটা উল্টে দিতে পারব।’

ওরা সবাই নেকলেসগুলো জায়গায় রেখে দিল। ওয়াচ এগিয়ে গেল বালুঘড়ির দিকে। শক্তিশালী হাতের এক ধাক্কায় বালুঘড়িটি উল্টে দিল।

ঝলমলে ধুলোকণাগুলো এবারে ওপর দিকে উঠতে লাগল।

ঘুমঘুম একটা আলস্য গ্রাস করল অ্যাডামকে। চোখ পিটপিট করল সে, আঙুল দিয়ে ঘষল চোখ। তবে ও একা নয়, আলস্যভারে আক্রান্ত সবাই। ওরা আস্তে আস্তে বসে পড়েছে মাটিতে।

ঘুম ভাবটা আরও গাঢ় হয়ে এল।

কিছুতেই চোখ মেলে রাখতে পারছে না অ্যাডাম। হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে এল।

## উপসংহার

সেদিন সন্ধ্যায় ওরা ওদের প্রিয় কফিশপে দুধ আর ডেনিশ খেতে খেতে বালুঘড়ি নিয়ে অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করছিল। সবার গল্পই একরকম। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। জেগে দেখে প্রাসাদের বাইরে তারা। এবং সবাই ফিরে পেয়েছে আগের চেহারা এবং আকৃতি। দারুণ একটা অভিজ্ঞতা হলো ওদের। সত্যি কী ঘটেছিল?

তবে জেগে উঠে মিরিনকে দেখতে পায়নি ওরা।

'ওর মা হয়তো ওকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেবে,' বলল সিন্ডি। 'আমাদের সঙ্গে খেলতে আসবে মিরিন।'

'ওকে আবার দেখতে ইচ্ছে করছে,' বলল ওয়াচ।

স্যালি ওকে ঠেলা দিল। 'তুমি কি ওর প্রেমে পড়ে গেছ, ওয়াচ?'

'না,' দ্রুত বলল ওয়াচ।

'তোমার শীতল ইমেজটাই নষ্ট করে দেবে,' ঠাট্টা করল অ্যাডাম।

হাসল ওয়াচ, 'সে আমার ইমেজ বদলাতে চায়নি।'

'কার কথা বলছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

'অ্যান টেম্পলটন', জবাব দিল ওয়াচ। 'সবার আগে সেই আমাকে জাগিয়ে তোলে। তখনও আমরা প্রাসাদের ভেতরে ছিলাম।'

'তোমাকে কী বলল?' জানতে চাইল অ্যাডাম।

'তেমন কিছু না। শুধু বলল আমার নেকলেসটা খুলে রাখতে। আমার চোখও ঠিক করে দিয়েছে সে। আমি এখন চশমা ছাড়াই দেখতে পাই।'

'বাহ্, চমৎকার,' বলল সিন্ডি। 'তোমার তো ওর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।'

'আমি ওর প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ,' বলল ওয়াচ। 'তবে সে বলেছে আমাকে নাকি চশমাতেই বেশি ভালো দেখায়।'

স্যালি হাসল ওয়াচের দিকে তাকিয়ে। 'ঠিক কথাই বলেছে সে।'

সে সুন্দরী এবং হাসি-খুশি। সে কখনও দয়ালু আবার কখনও বা নিষ্ঠুর। এবং স্পুকসভিলে কী হচ্ছে সব খবর তার জানা।

অ্যান টেম্পলটন কি ডাইনি?

স্যালি নিশ্চিত অ্যান এক জাদুকর শয়তান। কিন্তু অ্যাডাম ও অন্যান্যরা এ কথা বিশ্বাস করে না। অ্যানের আসল পরিচয় জানার একটাই উপায়– তার প্রাসাদে ঢুকে পড়া। কিন্তু ওরা কি জানত কোন বাঘের খাঁচায় ঢুকতে যাচ্ছে...